CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 April, 2021 ■ আগরতলা, ৭ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ২৪ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সুপ্রিম কোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন এন ভি রমনা সম্মতি রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। ভারতের নতুন প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নুথালাপতি ভেঙ্কটা রমনা (এন ভি রমনা)। দেশের নতুন প্রধান বিচারপতি হিসেবে এন ভি রমনাকে নিযুক্ত করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

আগামী ২৩ এপ্রিল অবসর নিচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে। তার পরই দায়িত্ব নেবেন রমনা। অবসর নেওয়ার ঠিক একমাস আগে নিজের উত্তরসূরী হিসেবে এন ভি রমনাকে বেছে নিয়েছিলেন বোবদে। শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির সম্মতির অপেক্ষা ছিল, সেই সম্মতি মিলেছে মঙ্গলবার।

বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে এস এ বোবদের পরে সবথেকে বর্ষীয়ান বিচারপতি হলেন এন ভি রমনা। ১৯৫৭ সালের ২৭ আগস্ট তাঁর জন্ম। ২০২২ সালের ২৬ আগস্ট পর্যন্ত তাঁর কার্যকাল রয়েছে। ভারতের আইন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদে সাধারণত সবথেকে বর্ষীয়ান বিচারপতিকে নিয়োগ করা হয়। অবশ্য দেখতে হয় তিনি শারীরিক ভাবে কর্মক্ষম কি-না। তবে নিয়োগ করার আগে বর্তমান প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে প্রস্তাব চেয়ে পাঠায় কেন্দ্র। এ ক্ষেত্রেও সেই পদ্ধতিই মেনে চলা হয়েছে।

এডিসি নির্বাচনে বিক্ষিপ্ত হিংসার অভিযোগ করলেন পিসিসি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। এডিসি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিয়ে কিছু অভিযোগ তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাস। ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি অভিযোগ করেছেন দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন বুথে অনিয়ম হয়েছে। সেই সাথে নানা জায়গায় ভয় ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে কংগ্রেস প্রার্থীদের। এমনকি ভোট দিতে বাধা দেয়া হয়েছে।

তিনি এদিন আরও বলেছেন, এডিসি এলাকায় বিজেপির ভিত নেই। তাই বহিরাগতদের সামিল করেছে। কয়েকটি স্থানে বিজেপির নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন ভোটাররা। তিনি বলেন, কয়েকটি বুথে পুনরায় ভোট গ্রহণ করার জন্য কমিশনের কাছে দাবী জানানো হবে। তবে কংগ্রেস সুযোগ পেলে প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করবে।

বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হল এডিসি নির্বাচন, ভোট পড়েছে ৮৫.১৪%

আগরতলা, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। সাঙ্গ হল এডিসি নির্বাচন। হাইভোল্টেজ পাহাড় নির্বাচনে ৮০ শতাংশের অধিক ভোটের হার রেকর্ড করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে, এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে দাবি কমিশনের সচিব প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্যের। ১৫৭ জন প্রার্থীর ভাগ্য ইভিএম-এ বন্দি হয়েছে। আগামী ১০ এপ্রিল ফলাফল জানা যাবে। জয়ের বিষয়ে নিশ্চিত বিজেপি-আইপিএফটি, বামফ্রন্ট, কংগ্রেস এবং আইএনপিটি-টিএসপি জোট সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল।

সকাল থেকে উৎসবের মেজাজে ভোট হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কয়েকটি স্থানে বিক্ষিপ্ত ঘটনা উৎসবের আমেজ কিছুটা ফিকে করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এআইজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল। কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে ইভিএম গোলযোগের কারণে ভোট গ্রহণে বিলম্ব হয়েছে। তবে, স্বল্প সময়ের মধ্যেই সমস্যার সমাধান করেছে নির্বাচন কমিশন। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণেই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে, দাবি করেন তিনি।

মঙ্গলবার এডিসি নির্বাচনের একটি বুথে ভোটারদের লাইন। ছবি নিজস্ব।

এদিন বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে এডিসি মহারণ। খোয়াই জেলার রামচন্দ্রঘাট কেন্দ্রের ১২/২৪ নং বুথে ইভিএম-এ তিপ্রাল্যান্ড স্টেটপার্টি-র প্রতীক চিহ্ন আনারস অস্পষ্ট থাকায় ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। ফলে, প্রায় দেড় ঘণ্টা বন্ধ থাকে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। এদিকে, ২৭ নং পূর্ব মুহুরিপুর ভুরাতলি কেন্দ্রের শিবপুর এডিসি ভিলেজের ৫ নং এবং ৬ নং বুথ এলাকার রতনপুর বাজারে দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণে আহত হন চারজন। অন্যদিকে, ২১ মহারানি চেলাগাং হোলাক্ষেত হাইস্কুল এক নম্বর বুথে ইভিএম প্রায় তিন ঘণ্টা বিকল ছিল বলে জানা গেছে। ফলে ভোট না দিয়েই অনেক ভোটার চলে গেছেন। ইভিএম বিকল হওয়ার ঘটনায় প্রিসাইডিং অফিসারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন গণদেবতারা।

আজ ২৭ পূর্ব মুহুরিপুর-ভুরাতলি কেন্দ্রের শিবপুর এডিসি ভিলেজে ৫ এবং ৬ নং বুথে ভোটারদের বুথে ঢোকার সময় মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ওই অভিযোগকে ঘিরে চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। এদিকে, ২২ কাঁঠালিয়া-মির্জা রাজাপুর কেন্দ্রের ৫৭ নং বুথের তুলামুড়া ফরেস্ট অফিসটিলায় বিজেপি কর্মীদের উপর তিপ্রা মথা-র কর্মীদের হামলা এবং ইট পাটকেল ছোঁড়ার কারণে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী। আহতদের প্রথমে গোমতী জেলা হাসপাতালে ও পরবর্তীতে আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

আজ আমতলি গোলাঘাটি কেন্দ্রের ধরিয়াতল হাইস্কুল বুথে তিপ্রা দল ও বিজেপি-আইপিএফটি জোটের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশনে এক বৃদ্ধ মঙ্গলবার বিকেলে চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।যুগান্তর রেলস্টেশনে মঙ্গলবার বিকেলে এক বৃদ্ধের চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বৃদ্ধের নাম চিত্তরঞ্জন সাহা। বয়স ৭৫ বছর। বাড়ি কাঁটা শ্যাওলা এলাকায়।

জানা গেছে মঙ্গলবার বিকেল চারটে নাগাদ শিলচর আগরতলা গামী ট্রেনটি যখন আগরতলা স্টেশন এর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলো ঠিক তখনই চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেন ওই বৃদ্ধ। রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে তার। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে লোকজনরা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় জিআরপিএফকে। খবর পেয়ে সিআরপিএফের অফিসারসহ অন্যান্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

সেখান থেকে বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।ঘটনার খবর পেয়ে বৃদ্ধের পরিবারের লোকজন ছুটে আসেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান জিআরপিএফের আধিকারিক। ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে মানসিক অবসাদ থেকেই ওই বৃদ্ধ রেলের ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

আমেরিকায় মিলল ভারতের ডবল মিউট্যান্ট করোনা

ক্যালিফোর্নিয়া, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। বিশ্বজুড়ে ফের করোনায় ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। এই মুহূতের আক্রান্তেরন নিরিক্ষের বিশ্বের অন্যান্য দেশকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে ভারত। এই অবস্থায় এবার আমেরিকায় মিলল ভারতের ডবল মিউট্যান্ট করোনা। সোমবার সান ফ্রানসিস্কোর বে এরিয়ায় এক ব্যক্তির দেহে এই মিউট্যান্টের খোঁজ মিলেছে। করোনার বিভিন্ন ভেরিয়েন্ট যে কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে, তারই প্রমাণ মিলল আরও একবার।

ক্যালিফোর্নিয়ার এক গবেষণাগার ভারতীয় ডবল মিউট্যান্ট মেলার কথা স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানায়। আর তারপরেই শোরগোল পড়ে যায়। ভারতে হঠাতকরোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির পেছনে এই ডবল মিউট্যান্টকেই দায়ি করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই ভেরিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়লে পরিণতি মারাত্মক হতে পারে বলে আশঙ্কা বিজ্ঞানীদের।

ভারতে গত মাসে নতুন ডবল মিউটেশনের খোঁজ মেলে। এর প্রভাবেই হঠাতসংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। নয়া প্রজাতির করোনার প্রভাবেই নতুন করে বৃদ্ধি পাচ্ছে সংক্রমণ। বিশেষজ্ঞদের বর্ণনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসিতে ব্যাতিক্রমী নির্বাচনের সাক্ষী রইলেন গিরিবাসী তিপ্রা মথা ও সিপিএমএর ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেছে ঃ বিজেপি

আগরতলা, ৬ এপ্রিল (হি.স.) ।। ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনে ব্যাতিক্রমী ভোটের সাক্ষী রইলেন গিরিবাসী। কারণ এই প্রথম পাহাড়ের মানুষ নির্ভয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। তবে এডিসি-তে পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশের উদ্দেশ্যে তিপ্রা মথা এবং সিপিএম-এর ষড়যন্ত্রে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলেও, অনেক ক্ষেত্রেই তা বিফল হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ়তার সাথে এ-কথা বলেছেন বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ নেতৃবৃন্দ। তাঁরা এডিসি-তে বিজেপি-আইপিএফটি জোটের জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেছেন।

আজ বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায় বলেন, দীর্ঘ বছর পর এই প্রথম এডিসি নির্বাচনে বিরাট সংখ্যায় ভোট পড়েছে। তাতে তিনি কাঞ্চনপুর এবং মনু বংকুলের মধ্যে ভোটের হারের কোনও তফাত খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর দাবি, পাহাড়ে গণদেবতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছেন। কারণ, দীর্ঘ কমিউনিস্ট শাসন থেকে তাঁরা মুক্তি পেতে চাইছেন। তিনি জোর গলায় বলেন, পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য আজ এডিসি-তে ভোট হয়েছে।

এদিন বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, ইতিপূর্বে পাহাড় নির্বাচনে এবারের মতো অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। তাঁর দাবি, এই প্রথম পাহাড়ের মানুষ নির্ভয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। তবে, বামেদের সংস্কৃতি সহজে মুছে ফেলা খুবই মুশকিল। তাই, কিছু কিছু স্থানে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, বিজেপি উন্নয়নের ধারা মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু সদ্য গজিয়ে ওঠা রাজনৈতিক দলকে সিপিএম প্রত্যক্ষ মদত দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে এডিসি দখল নিতে চাইছে। তাঁর অভিযোগ, কিছু স্থানে ভোটকর্মীদের বাধা দেওয়া হয়েছে, এমন-কি ভোটযন্ত্র ভেঙে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, প্রশাসনের একাংশ নির্বাচনি দায়িত্ব ভুলে তিপ্রা মথা-র সহায়ক হিসেবে কাজ করেছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠা দিবস মঙ্গলবার রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে আগরতলায় বিজেপির রাজ্য সদর কার্যালয় প্রাঙ্গনে। এখানে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন দলের প্রদেশ সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা। প্রতিষ্ঠা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রান্তিক ব্যক্তির উন্নয়নের কথা ভেবে একাত্ম মানববাদ গড়ে তুলেছিলেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূর্যমনিনগরস্থিত ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গঙ্গাপ্রসাদ প্রসেইন সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। অতিথিগণ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মূর্তির পাদদেশে পুপার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর বক্তব্যে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদানের কথা তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীনদয়াল উপাধ্যায় রাষ্ট্রের কল্যাণ এবং প্রান্তিক ব্যক্তির উন্নয়নের কথা ভেবে একাত্ম মানববাদ গড়ে তুলেছিলেন। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে রাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারা এবং জনগণের উন্নয়নে নতুন দিশা নিয়ে কাজ করছে। এখন রাজ্যের যুব সম্পদায়ের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে উঠছে। জব ক্রিয়েটার তৈরি হচ্ছে। রাজ্যের মানুষের মধ্যে স্বনির্ভর হয়ে উঠার মানসিকতা গড়ে উঠছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছত্তিসগড়ে মাওবাদীদের হামলায় শহীদ রাজ্যের বীর সন্তান শম্ভু রায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করেন এবং পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানান। এই ঘটনায় আহত জওয়ান তাপস পালের দ্রত আরোগ্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ১৬ থেকে ১৮ শতাংশকে করোনা টিকা দেওয়া হয়েছে

আগরতলা, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। ত্রিপুরায় মোট জনসংখ্যার ১৬ থেকে ১৮ শতাংশকে করোনা-র টিকা দেওয়া হয়ে গেছে। আজ মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল। সাথে তিনি যোগ করেন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ত্রিপুরায় বাড়ছে, তাই সতর্কতা এবং সচেতনতা কঠোরভাবে অবলম্বন করা খুবই জরুরি।

এদিন তিনি বলেন, করোনা-র টিকাকরণ কর্মসূচি সফলতার সাথে চলছে। তাঁর কথায়, প্রথম পর্যায়ে ৪৮ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীর টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ৯২ শতাংশের প্রথম ডোজ এবং ৮২ শতাংশের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া হয়ে গেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ৬৫ হাজার মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মধ্যেও ৯২ শতাংশের প্রথম ডোজ এবং ৭০ শতাংশের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া হয়ে গেছে। জয়সওয়াল বলেন, আগামী ৯ এবং ১০ এপ্রিল করোনা-টিকাকরণের বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ওই সময়ে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় ৫০টি টিকাকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল। ছবি নিজস্ব।

শহিদ জওয়ান শম্ভু রায়ের মরদেহ পৌঁছতেই সর্বত্র শোকের ছায়া, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য

আগরতলা, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : শহিদ সিআরপিএফ জওয়ান শম্ভু রায়ের মরদেহ আজ সোমবার আগরতলায় এসে পৌঁছেছে। এমবিবি বিমানবন্দরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস সহ সিআরপিএফ-এর পদস্থ আধিকারিকরা। সেখান থেকে তাঁর মরদেহ ধর্মনগরের ভাগ্যপুরে অবস্থিত নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। জওয়ানের মরদেহ ত্রিপুরায় পৌঁছলে শোকের ছায়া আরও গভীর হয়েছে।

এদিন এমবিবি বিমানবন্দরে শহিদ শম্ভু রায়ের মরদেহ পৌঁছনোর পর সিআরপিএফ জওয়ানরা তাঁকে গান স্যালুট দেন। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

সিআরপিএফ-এর আইজি বলেন, জওয়ান শম্ভু রায়ের শহিদ হওয়ার ঘটনায় সমবেদনা জানাচ্ছি। তিনি বলেন, শম্ভু রায় ২১০ কোবরা বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। গত রবিবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুর সুকমা এলাকায় নকশালিদের বিরুদ্ধে পুলিশের সাথে যৌথ অভিযানে বেরিয়েছিল সিআরপিএফ। সেখানেই নকশালিদের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন জওয়ান শম্ভু রায়। ওইদিন আরও ২২ জন জওয়ান দেশের সেবায় সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছেন। তিনি বলেন, আজ শহিদ জওয়ান শম্ভু রায়ের মরদেহ ত্রিপুরায় এসেছে। তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

আজ শহিদ জওয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, মাতৃভূমি এবং আমাদের রক্ষায় জীবন বলিদান দিয়েছেন সিআরপিএফ জওয়ান শম্ভু রায়। তাঁকে নতমস্তকে প্রণাম জানাই। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, মৃত্যু বরাবরই দুঃখ বয়ে আনে। কিন্তু শম্ভু রায়ের বীরগতি প্রাপ্তি আমাদের গর্বিত করেছে। পুরো দেশ আজ তাঁর জন্য গর্বিত। সাংসদ প্রতিমা আজ শহিদ জওয়ানের পরিবারের প্রতিও সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জওয়ানদের বলিদান এভাবে বৃথা যাবে না। নকশালিদের বিরুদ্ধে লড়াই এখন আরও তীব্র হবে।

এদিন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বলেন, নকশালিদের বর্বরতা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৬৫টি বুথে পুনরায় ভোট গ্রহণের দাবী

এডিসিতে প্রয়োজনে তিপ্রা মথার হাত ধরতে নীতিগত অবস্থানে সর্বভারতীয় নীতি গ্রহণ করবে সিপিএম ঃ বিজন ধর

আগরতলা, ৬ এপ্রিল (হি. স.)।। লক্ষ্য যখন বিজেপি-কে আটকানো, তখন এডিসি-তে প্রয়োজনে তিপ্রা মথা-র হাত ধরতে নীতিগত অবস্থানে সর্বভারতীয় নীতি গ্রহণ করবে সিপিএম। তারই ইঙ্গিত দিলেন বামফ্রন্ট-র আহবায়ক বিজন ধর। এ-ক্ষেত্রে আদর্শগত অমিল সত্ত্বেও প্রয়োজন-র তাগিদে সিদ্ধান্ত নেবে বামফ্রন্ট, সাফ জানালেন তিনি। কারণ, এডিসি নির্বাচন-কে তাঁরা ঘুরে দাড়ানোর লড়াই হিসেবে দেখছেন।

এদিকে, সম্ভবত ত্রিপুরার ইতিহাসে এই প্রথম নির্বাচন শেষে বিরোধীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ত্রিপুরায় প্রধান বিরোধী দল সিপিএম সাফ জানিয়েছে, এডিসি নির্বাচনে ভোটের হার অভিনন্দন যোগ্য। কারণ, ৪টি জেলায় সম্পূর্ন শান্তিপুর্ন নির্বাচন হয়েছে। বাকি ৪টি জেলায় বিক্ষিপ্ত ঝামেলা হয়েছে। তাই, ১২৪৪টি বুথের মধ্যে ৬৫টি বুথে তাঁরা পুন:ভোট চেয়েছেন।

আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ বলেন, ভয়-ভীতি, সন্ত্রাস-কে পদদলিত করে গণদেবতা-রা সাহসের সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। তাঁর দাবি, এডিসি এলাকায় বহিরাগত-রা সন্ত্রাস কায়েম করেছেন। সমস্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। এদিন অভিযোগ করেন, বিজেপি আশ্রিত দুস্কৃতিকারী-রা সিপিএম প্রার্তী-র নির্বাচন এজেন্ট-দের মারধর করেছেন। ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দিয়েছেন। কিন্তু, ভোটারদের দৃঢ় মানসিকতার কাছে তারা মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, বেশ কিছুই স্থানে বুথ দখলের ঘটনাও ঘটেছে। তাই, ১১টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৭৫ ▫ ৭ এপ্রিল ২০২১ ইং ▫ ২৪ চৈত্র ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

এডিসির ভাগ্য ইভিএম বন্দি

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটদান নাগরিকদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। পবিত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবার মধ্য দিয়াই নাগরিকরা দেশ রাজ্য কিংবা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা পরিচালনা করিবার জন্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ব্যবস্থা হিসেবে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটাইবার জন্য ভারতীয় সংবিধানে নানা সংস্থান রাখা হইয়াছে। সরকার পরিচালনার পাশাপাশি প্রতিটি রাজ্যেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, শহর ও নগর এলাকায় পুরো পরিষদ ও পুর নিগম গঠন করা হইয়া থাকে। শহর এলাকার দায়িত্ব পালন করে থাকে পুর নিগাম, পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত গুলি। এসব সংস্থাও নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। গ্রামীণ এলাকায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রহিয়াছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত। এক্ষেত্রেও জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ পরিচালনা করিয়া থাকেন। ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যে আদিবাসীদের জাতিসত্তা বিকাশ ও উন্নয়নের তাগিদে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ, কাউন্সিল ইত্যাদি গঠন করা হইয়া থাকে। ত্রিপুরাতেও ভূমিপুত্রদের জাতিসত্তা বিকাশ সহ সার্বিক উন্নয়নের তাগিদ পৃথক স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তফসীল মোতাবেক ১৯৭৯ সালে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়। বিশেষ করিয়া উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা গুলিকে নিয়ে জেলা পরিষদ এলাকা গঠিত হইয়াছে। জেলা পরিষদ এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার জন্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়া থাকে। প্রতিটি জেলা পরিষদ এলাকার উন্নয়নের তাগিদ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভিলেজ কমিটির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার সংস্থান রহিয়াছে। এইসব ভিলেজ কমিটিগুলি জনগণের ভোটাধিকার দ্বারা নির্বাচন করা হয়ে থাকে।জেলা পরিষদ এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার জন্য জেলা পরিষদের হাতে আরো অধিক ক্ষমতা অর্পণ করিবার দাবি উঠিয়াছে। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করিয়া জেলা পরিষদ এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে।এই ধরনের পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে জেলা পরিষদ এলাকার উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করিবে। মঙ্গলবার ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে।কিছু বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনা ছাড়া পাহাড়ি এলাকার ভোটগ্রহণপর্ব শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হইয়াছে। ভোটগ্রহণপর্ব শেষ হওয়ার পর গণদেবতা দেব রায় বর্তমানে স্ট্রংরুমে ইভিএম বন্দি রহিয়াছে। আগামী ১০ এপ্রিল ভোট গণনা করা হইবে। তখনই এডিসির ভাগ্য নির্ধারণ হইবে। গণদেবতা দের রায় জানিবার জন্য রাজ্যবাসী অধীর অপেক্ষায় রহিয়াছেন। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার শাসন ক্ষমতায় দীর্ঘদিন বামেরা ছিল। রাজ্য বিধানসভায় ক্ষমতার পালাবদলের পর ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ক্ষমতার দখল নিজেদের হাতে তুলে নেবার জন্য শাসকদল সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি দল তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।প্রতিটি দল উপজাতিদের সার্বিক কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের কাছে ভোট প্রার্থনা করিয়াছে। এখন ভোটের পালা শেষ। অপেক্ষা ফলাফলের। এডিসি এলাকার জনগণ বর্তমানে সন্ধিক্ষণে অপেক্ষমান। ভূমিপুত্রদের প্রত্যাশা যাহারাই ক্ষমতায় আসিবে তাহারা যেন ভূমিপুত্রদের সার্বিক কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এবারের ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে যে চিত্র পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে কোন দল এডিসির মসনদে বসিবে তাহা বলা মুশকিল হইয়া উঠিয়াছে। আগামী ১০এপ্রিল ভোট গণনার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াা সম্ভব হইবে। এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

করোনার হানা এবার টলিউডে, আক্রান্ত ছোটপর্দার অভিনেত্রী

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): করোনার হানা এবার টলিউডে। আক্রান্ত হলে ছোটপর্দার অভিনেত্রী শ্রুতি দাস। বাংলা টেলি জগতে সেরার সম্মান পেয়েছেন তিনি। কিন্তু আজকে দুঃসংবাদ শোনালেন অভিনেত্রী।

ডাক্তারের পরামর্শ মতন আপাতত হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন তিনি। নিচ্ছেন ওষুধও। স্বাদ ও গন্ধ পাচ্ছেন না অভিনেত্রী। এছাড়া আছে সর্দি এবং দুর্বলতা। তার বাইরে মোটামুটি ঠিকই আছেন অভিনেত্রী শ্রুতি দাস। এদিন নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর জানান অভিনেত্রী।

মঙ্গলবার ফেসবুকেও সে কথা জানিয়ে শ্রুতি লেখেন, "আমি কোভিড আক্রান্ত। গত ২ তারিখ থেকে ডাক্তারের পরামর্শমতো চিকিৎসা চলছে আমার। স্বাদ-গন্ধ পাচ্ছি না। শরীর দুর্বল।" একই সঙ্গে বিগত কয়েক দিন যে বা যারা শ্রুতির সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেককে কোভিড পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন নায়িকা। এই মুহূর্তে স্টার জলসার ধারাবাহিক 'দেশের মাটি'তে অভিনয় করছেন শ্রুতি। আপাতত তাঁর আরোগ্য কামনায় সাধারণ থেকে সেলেবরা। 'স্টার জলসা'-তে সেরা মেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন অভিনেত্রী শ্রুতি দাস। বাংলা টেলি জগতের অন্যতম সেরা সম্মান পেয়েছেন তিনি। শুধুমাত্র নিজের খবর দিয়েছেন এমনটা নয় তার সাথে সাথে এ কদিন যারা তার সংস্পর্শে এসে ছিল তাদেরকেও কোভিড টেস্ট করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। সঙ্গে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁর নিজের পরিবার, প্রেমিক এবং হবু স্বামী স্বর্ণেন্দু সমাদ্দারের পরিবারকে এবং তাঁর প্রিয় বন্ধু তনুশ্রী ভট্টাচার্যকে।

তারকেশ্বরে আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্তর এজেন্ট অরিন্দম চক্রবর্তী

তারকেশ্বর, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : মঙ্গলবার তৃতীয় দফার নির্বাচনে তীব্র উত্তেজনা হুগলির তারকেশ্বরে। মাথা ফাটল বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্তের এজেন্ট অরিন্দম চক্রবর্তীর। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

এদিন তারকেশ্বর বিধানসভার ৫৩ নম্বর বুথের কাছে প্রথমে বিজেপি প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টের গাড়ি আটকানো হয় বলে অভিযোগ। এরপর বুথ থেকে কিছু দূরে আক্রান্ত হন তিনি। অরিন্দমবাবু বলেন, "৫৩ নম্বর বুথ থেকে বেরনোর সময় প্রথমে গাড়ির কাঁচটা ভেঙে দেওয়া হয়। কিছুটা এগনোর পর দু" তিনটে মোটরসাইকেল হাত দেখালে আমি গাড়িটা থামাই। আমি ভেবেছিলাম ওরা বিজেপি কর্মী। কিন্তু গাড়ি থেকে নামতেই ভারী কিছু দিয়ে মাথার পিছনে মারা হয়।"আক্রান্ত হওয়ার পর বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে নিশ্চিন্তপুর এলাকায় পৌঁছন তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট অরিন্দম। অভিযোগ, সেখানেও তাঁকে বাধা দেন তৃণমূল কর্মীরা। এমন কি, বিজেপি প্রার্থী এবং তাঁর নির্বাচনী এজেন্টকে আটকেও রাখা হয় বলে অভিযোগ। বিক্ষোভকারীদের পাল্টা অভিযোগ, বুথে ঢুকে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছেন বিজেপি প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পৌঁছেছে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

গোঘাটে বিজেপি কর্মীর মাকে খুন করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

হুগলি,৬ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপির কর্মী মাকে খুন করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাট থানার বদনগঞ্জ এলাকায়। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে তৃণমূল গুন্ডাবাহিনী এলাকায় ঢুকে তাণ্ডব চালায় সেই সময় বিজেপির এক কর্মীকে বন্দুকের বাট দিয়েকরে ব্যাপক মারধর করা হয়। এরপরই ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।ছেলেকে মার খেতে দেখে মা ছাড়াতে গেলে তাকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। আঘাত করা হয় মাথায় সেই আঘাতের সহ্য করতে না পেরে ঘটনাস্থলে বিজেপি কর্মীর মায়ের মৃত্যু হয়। এরপর এই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। গোঘাটের পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গোঘাটের বিজেপির প্রার্থী বিশ্বনাথ কারক। মৃতদেহটি উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়।হিন্দুস্থান সমাচার / শমিত

রোগ এক, প্রশ্ন অনেক

ড. স্বয়ংদীপ্ত বাগ

করোনা অপ্রত্যাশিত অভিঘাতে যেন থমকে গেছে দুনিয়া..... নৈশব্দের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব জুড়ে... হতচকিত মানব সভ্যতা ব্যস্ত ধাক্কাটা সামলে নিতে....। সেই সঙ্গে হাতছাড়ছে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর পেতে যা জানার বিশেষ প্রয়োজন। যেমন, কোথা থেকে এলো এর ভাইরাস? যতটুকু জানা যাচ্ছে বাদুড় থেকে অন্য কোনো প্রাণী মারফত নাকি মানুষের দেহে এসেছে এই ভাইরাস। তবে মাঝের এই প্রাণীটি কী? সেটা কী এখনো সংক্রমণ ছড়াচ্ছে? জানা যাচ্ছে না ঠিকমতো, আবার চিনের উহানের একটি বন্যপ্রাণীর বাজার থেকে নাকি প্রথম আক্রান্তের সন্ধান মিলেছিল বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে বিস্তর লেখালেখিও হয়েছিল করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি বিষয়ে। উহানের 'চায়না ইউনিভার্সিটি অফ জিওসায়েন্সস' ও সাংহাইয়ের 'ফুদান ইউনিভার্সিটি' এই বিষয়ে গবেষণা মূলক প্রতিবেদন ও প্রকাশ করেছিল। কিন্তু বিষয়টি বর্তমানে 'স্পর্শকাতর' হওয়াতে ও আরও গবেষণার স্বার্থে, গবেষণাপত্রগুলি নাকি সাইটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। অর্থাৎ ভাইরাসের উৎপত্তি নিয়ে যতটুকু বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা যাচ্ছিল তাও একরকম বন্ধ হয়ে গেলো। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এই ভাইরাস মানক 'জৈব মারণাস্ত্র' যা গবেষণাগারে তৈরি করা হয়েছে । কিন্তু এর সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনো মেলেনি।

এরপর যে প্রশ্নটি সামনে আসে সেটি হলো কোন জাদুতে মাত্র কয়ে মাসের ভেতর বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো এই ভাইরাস? ঠান্ডা বা গরম দেশ... উন্নত বা অনুন্নত দেশ... কোনো কিছুই সেবাবে কোনো 'ফ্যাক্টর' হলো না? সার্স বা মার্স ও কিন্তু এই স্কেলে ও গতিতে ছড়াতে পারেনি। আবার করোনার আগমন কাল নিয়েও ধোঁয়াশা। শোনা যাচ্ছে, নিউমোনিয়ার মতো কিছু উপসর্গ নিয়ে নাকি ডিসেম্বরের আগেই চিনে বেশ কিছু মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল। ইতিলিতে আনুষ্ঠানিক সংক্রমণের কয়েক সপ্তাহ আগেও নাকি করোনোর মতো উপসর্গ দেখা দেয় কিছু মানুষের মধ্যে। অন্তত, এমনটাই জানাচ্ছে, দ্য গার্ডিয়ান। আসলে এটা হয়তো ঠিক, করোনার ব্যাপক সংক্রমণের আগে পর্যন্ত বোদয় আলাদা করে ঠিক বোঝা যায়নি বিষয়টা। বিতর্ক এখনো চলছে। যাই হোক, এই মুহূর্তে আরও একটা বড় প্রশ্ন, পৃথিবীতে করোনায় আক্রন্ত টিক কতজন? মজার বিষয় কেউই তা নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারবে না। কারণ, করোনারকম উপসর্গ ছাড়াও (অ্যাসিম্পটোমেটিক) কত মানুষ করোনার ভাইরাস বহন করচে তা বলা কার্যত অসম্ভব। একই কারণে মাপা যাচ্ছে না রোগটা মানুষের পক্ষে সত্যি সত্যি টিক কতখানি মারাত্মক সেই বিষয়টা । তবে কোথাও কোথাও শিশু ও তরুণ বয়স্করা এই রোগের কামড় থেকে নাকি কিছুটা হলেও ছাড় পাচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। যদিও এর পিছনে বৈজ্ঞানিক কারণগুলো ঠিক কী বা রোগ সংক্রমণের গতি প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত একই রকম থাকবে কিনা সংক্রমণ ফিরে ফিরে আসবে কিনা, আসলে কি রূপে আসবে সেটাওও এই মুহূর্তে বলা মুশকিল।

খুব মুশকিল, প্রাথমিক পর্যায়ে করোনা সংক্রমণকে চিহ্নিত করাও। সাধারণ সর্দি, কাশির থেকে নতুন করোন ভাইরাসের সংক্রমণকে প্রথমেই আলাদা করে বুঝতে গেলে যে গণ সচেতনতা ও অভিজ্ঞাতার প্রয়োজন সেটা কী এখন পর্যন্ত পরিমাণে রয়েছে না থাকা সম্ভব? ভাইরাসের 'বয়স'টা যে বড্ডাই কম। এর মধ্যে আবার অনেকেই ভাবছেন, গরম আরও পড়লে নাকি এই ভাইরাস বেশ জব্দ হয়ে যাবে। কমে যেতে পারে সংক্রমণ। ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে এই সম্ভাবনা যথেষ্ট আশঅ ব্যঞ্জক। যদিও এখনো এর সপক্ষে কোনো নির্দিষ্ট জোরালো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মেলেনি। উল্টো দিক থেকে গরম এই ভাইরাসের দাপট কমেও, তবে শীতে কিন্তু নিশ্চয়ই আবার এর বাড়ার সম্ভাবনা থাকবে। এটাও কী খুব একটা স্বস্তির খবর? এমনিতেই তো যারা অন্য কোনো অসুখে ভুগছেন তাদের কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে করোনা বেশ জটিল রূপ নিচ্ছে। শীতে হাঁপানি সহ বেশ কিছু রোগেরও সাধারণভাবে কিন্তু বৃদ্ধি হয়। সুতরাং প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কার্যকর করার দিকে নজর দিতেই হবে। তবে শুধু অর্থাৎ যারা কিনা ইতিমধ্যেই একবার করোনা সংক্রমিত হয়েছে তারা কী পরবর্তীকালে আবারও সংক্রমিত হতে পারে? কেন হতে পারে তাদের রোগ সংক্রমণের প্রকৃতি এবং পরবর্তী জীবনধারা? এ বিষয়ে খুব স্পষ্ট উত্তর কিন্তু এখানো বিজ্ঞানীদের কাছে নেই। শোনা যাচ্ছে চিনে বেশ কিছু মানুষ নাকি দ্বিতীয়বার করোনায় সংক্রমিত হয়েছে। আসলে মানুষের শরীরে কোনো ভাইরাস সংক্রমণ হলে তা তেকে শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্ম নেয়। কিন্তু তাহলে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে কী সে রকমটি হচ্ছে না?

> *কৃষি থেকে তথ্য প্রযুক্তি-কোনো অংশই এড়াতে পারছে না করোনার ছোবল.........। মানুষের প্রাণ বাঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে তার রুটি রুজির ব্যবস্থা করা সমস্ত দেশের কাছেই আজ সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে কার্যকর চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান এবং অন্যদিকে সামাজিক দূরত্ব সমস্ত প্রয়োজনীয় সতর্কতা বজায় রেখে কিভাবে, কোন পথে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা হবে সেই জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে মানুষ.......।*

প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে করোনার সংক্রমণ ঠেকানো যাবে কী ? বিশেষজ্ঞদের মতো সংক্রমণ সেভাবে রোখা না গেলেও শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে রোগের বাড়াবাড়িকে অনেকটাই প্রতিহত করা সম্ভব। কিন্তু সংশয় যেন পদে পদে। তাই যদি হয় তাহলে তো এই ভাইরাসকে কীভাবে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব তা নিয়ে নানা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

পরিস্থিতিটা ক্রমশ জটিল হচ্ছে আরও এই কারণে যে কোভিড-১৯ নিরাময়ে এখনো পর্যন্ত না আছে কোনো নির্দিষ্ট ওষুধ না আকে কোনো প্রতিরোধক টিকা। সবকিছুই এখন পরীক্ষামূলক স্তরে রয়েছে, যদিও সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ভরসা দিয়েছেন যে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই নাকি কোভিড-১৯ এর টিকা এসে যাবে। বাস্তবে তা হলে নিঃসন্দেহে করোনা মোকবিলায় এক ধাপ এগোবে পৃথিবী। কিন্তু সেক্ষেত্রেও একটা বড়ো প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, ভাইরাসটা কী ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হবে? দুর্ভাগ্যক্রমে যদি সেরকম কিছু ঘটে তাহলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বা টিকা কোনো কিছু দিয়েই কী তাকে আর প্রতিরোধ করা যাবে? একটা বিষয় কিন্তু বেশ পরিষ্কার, ঠিক কিভাবে সংক্রমণটা ছড়ায় বা কি করে নিজেদেরকে সংক্রমণ থেকে বাঁচানো যায় সে বিষয়েও বোধ হয় এখনো অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা বাকি আছে, আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে সত্যি এ এক বিশাল চ্যালেঞ্জ এক দীর্ঘ মেয়াদী লড়াই। তবে না, আর এই সব সম্ভাবনাহগুলিকে নিয়ে আলোচনা না করে বরং দ্রুত চোখ বুলেই করোনা সংকটজাত কিছু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতক প্রশ্নের দিকে আজ বা কাল যা উঠবেই।

হঠাৎ করে আসা 'সোস্যাল ডিসট্যান্সিং' এর এই যুগে কেমন হবে আগামী দিনের ক্লাস টিচিং, ফিল্ড স্টাডি, পাবলিক পরীক্ষা ইত্যাদি? কেমন হবে সেই পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি? বিয়ে সহ অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি কেমন রূপ নেবে? গণ পরিবহণ মাধ্যমে দৈনিক যতায়াত পর্যটন বা কর্মক্ষেত্রে কাজের সময় কিভাবে পালন করা হবে সামাজিক দূরত্ব এবং সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বিধি? মল, রেস্তোরা ও ফাস্ট ফুড সেন্টারে কিভাবে জমবে ভিড় চলবে খাওয়া দাওয়া? প্রেম, আড্ডা, অভিনয় ও বিনোদন জগতটাকেই কী বদলে দেবে 'সামাজিক দূরত্ব' এর অনিবার্য বিধিনিষেধ? কেমন হবে সে বছরভোর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, মিটিং মিছিল, ভোট পর্ব? সত্যি, এই মুহূর্তে আমরা কেউই জানি না একটা ভাইরাস কিভাবে বদলে দিতে পারে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সংজ্ঞা। লকডাউনের এই সময়টা অবশ্য কিছু নমুনা আমাদের দিচ্ছে। তবে নিশ্চিতভাবেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে আগামী দিনে বিশেষ মাত্রা পেতে চলেছে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি। গোটা পৃথিবী হাড়ে হাড়ে বুঝতে তার প্রাথমিকতার ক্ষেত্রটি।

তবে যা নির্দিষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না, তা হলো কিভাবে চাঙ্গা হবে শুয়ে পড়া অর্থব্যবস্থা। কৃষি থেকে তথ্য প্রযুক্তি-কোনো অংশই এড়াতে পারছে না করোনার ছোবল...। মানুষের প্রাণ বাঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে তার রুটি রুজির ব্যবস্থা করা সমস্ত দেশের কাছেই আজ সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে কার্যকর চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান এবং অন্যদিকে সামাজিক দূরত্ব সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় সতর্কতা বজায় রেখে কিভাবে, কোন পথেএই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা হবে সেই জটিল প্রশ্নের উতত্র খুঁজছে মানুষ.... পৃথিবীর তাবত রাষ্ট্রনায়কেরা। কিন্তু উপায় নেই ধৈর্য ধরতেই হবে, কারণ সব প্রশ্নের উত্তর যে লুকিয়ে রয়েছে সময়ের গর্ভে। তবে যতই The science is fast, but the virus is faster হোক না কেন, কচ্ছপ (বিজ্ঞান) আর খরগোশের (ভাইরাস) এই দৌড়ে শেষ পর্যন্ত কচ্ছপই জিতবে । না অন্তত এ বিষয়ে আর এই মুহূর্থে কোনো প্রশ্ন নয়। ভরসা থাকুক মানুষের শুভচিন্তা ও বিজ্ঞানের উপর যা সভ্যতাকে এতদিন আলো দেখিয়ে আসছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কী ডাকে ডেকে তাকে

সুদর্শনা চক্রবর্তী

সম্পর্ক বড় জটিল জিনিস। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানা কিছু প্রতিটি সম্পর্কের সামাজিক অবস্থান ভিন্ন। সেই সঙ্গে যখন সম্পর্কগুলির সমীকরণ বিভিন্ন হতে শুরু করে তখন তার সঙ্গে আরও অনেক পরত জুড়ে যায়। কোনওটিতে যেমন মেপে পা ফেলতে হয়, তেমনি কোনওটির ক্ষেত্রে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা ভুলে গেলেও কিছু আসে যায় না, সেক্ষেত্র ঘনিষ্ঠতা থাকে এমন পর্যায়েই। তবে সম্পর্কের ওঠা-পড়া,। গড়ে ওঠা- ভেঙে যাওয়ার মধ্যে যে জিনিসটির একটি বড় ভূমিকা থাকে তা হল সম্বোধন। আপতদৃষ্টিতে হয়তো এই বিষয়টির গুরুত্ব তেমন থাকে না,কিন্তু একটু খেয়ালকরলেই দেখা যাবে যে কাকে কোন সম্বোধনে ডাকছি, সেই মতো সম্পর্কের রসায়ন বোঝা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। আমাদের প্রতিদিনের জীবনেই রয়ে যায় এমন অনেক উদাহরণ। স্বাভাবিক ধারণা হল 'আপনি' সম্বোধনটি একটু দূরত্ব রয়েছে এমন সম্পর্কে, রাশভারী গুরুজন স্থানীয় মানুষদের জন্য বা অপরিচিত মানুষদের জন্যই কেবল ব্যবহৃত হতে পারে। হ্যাঁ। একদমই সত্যি কথা। এই ডাকটি বারবারই এমন সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। তবে খুবই আগ্রহজনক বিষয় হল, 'আপনি' সম্বোধনটির চমৎকার মিষ্টি ব্যবহারও হয়। অতীতে বাঙালি শিভিত সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা পরস্পরকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করত। তাতে বন্ধুদের মধ্যে যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের সম্পর্ক, সেটিই যেন আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠা পেত। তাছাড়া মা, বাবাকে আপনি বলে ডাকার চলও ছিল বহুদিন। সেখানেই এমন মনে করার অর্থ নেই যে মা-বাবার সঙ্গে কোনও রকম দূরত্বসূচক জায়গা থেকে এ ধরনের সম্বোধন তৈরি হতো। বরং তাদের প্রতি ভালবাসার সঙ্গে যে অবিমিশ্রিত সম্মান জড়িত থাকত, যেখানে হয়তো একটা সম্মানীয় দূরত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়, যেখানে সত্যিই আজকের মতো শৈশব থেকে মাজ- বাবার বন্ধু হয়ে ওঠেন না, যেখানে শাসন ও আদরে সন্তানেরা ধরে নেয় তাদের হাত, সেই সম্পর্কে মা, বাবাকে আপনি বলে ডাকার মধ্যে এক অন্যরকম ভাল লাগা থাকত। অতীতে অত্যন্ত স্বাভাবিক চিল প্রেমের সম্পর্কের শুরুতে পরস্পরকে আপনি বলে সম্বোধন, ধীরে ধীরে যা তুমিতে পৌঁছাত। অনেক সময়ে হয়তো আপনি'র মধ্যেই তার চলাচল থাকত, যা সম্পর্ক পরিণতি পেলে অন্য সম্বোধনে পৌঁছে যেত। এ এক আশ্চর্য রোমাঞ্চের অনুভূতি। এখনও কোনও কোনও ভালবাসার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই আপনি ডাকের চল রয়ে গেছে। যদি দু'তরফের মানসিকতার মধ্যে ভালবাসার শিরশিরানি বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ থাকে,যদি থাকে প্রেমের উত্তাপকে জিইয়ে রাখার ইচ্ছে তবে পরস্পরকে আপনি বলার মধ্যে যে এক তীব্র উত্তেজনা লুকিয়ে থাকে, তা দু'জনেই বজায় রাখার ইচ্ছে প্রকাশ করতে থাকে। এবং বোঝাপড়া সঠিক থাকলে তা নিশ্চয়ই সুন্দরভাবে তৈরি করাও যায়। সুতরাং, আপনি সম্বোধনের মধ্যে যে বিভিন্ন স্তর থাকে সেগুলিকে একটু বুঝে নিতে পারলে তাকে আর খুব দূরের কিছু মনে হয় না। আপনি-ও কাছের হয়ে উঠতে পারেন। শুধু নিজেরই মনের কারসাজিতে।

সমস্ত সম্বোধনের মধ্যে সবচেয়ে সহজ ডাক বোধহয় 'তুমি'। কাউকে তুমি বলে একবার ডেকে নিলে মনে হয় যেন একটা ভার নেমে গেল মন থেকে। একবারেই বড় কাচের হয়ে ওঠে মানুষটি। আর এই তুমি বলে ডাকা একেবারেই বয়স নির্ভর নয় মোটেই। যেমন বয়সে ছোটো কাউকে তুমি বলে ডাকা মানেই তাকে ঘনিষ্ঠতার একটা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। সে আপনি ও তুই'য়ের মাঝামাঝি এক অত্যন্ত আন্তরিক অবস্থানে পৌঁছে যায় যেন বা। অন্যদিকে সমবয়সিদের মধ্যে তুমি বলেডাকা বোঝায় খুবই স্বস্তিজনক একটি অবস্থা, যেখানে বন্ধুত্ব যে বেশ পোক্ত তা বোঝা যায় বন্ধুদের মধ্যের খুবই সুন্দর এখটি বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে। আবার বয়সে অল্প বা বেশ খানিকটা বড় কাউকে তুমি বলে ডাকার মধ্যে দিয়ে এক অদ্ভুত ভালবাস বোঝানো যায়। সেখানে বয়সের যোজন দূরত্ব পেরিয়ে যাওয়া যায় এক লহমায়। যেখানে বয়সকোনও দূরত্ব তৈরি করতে পারে না। আত্মীয় স্বজন তো বটেই, অনাত্মীয় পরিচিত বয়স্ক মানুষদের তুমি বলে ডাকার মধ্যে যে ওম জড়িয়ে থাকে তার টান অস্বীকার করা যায় না। কোনওভাবেই। ভালবাসার সম্পর্কে সবচেয়ে সহজ ডাক তো বটেই তুমি। তুমি বলার মধ্যে যে সহজ স্বাভাবিক স্নেহ, মায়া তুমুল ভালবাসা জড়িয়ে থাকে তা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু একটা বিষয় ভুলে না গেলেই ভাল। তুমি ডাকটা বড়ই সংবেদনশীল। তার উপরে যেন অতি ব্যবহারের ধুলো না জমে। তুমি-র উপরে যেন যত্ন আর ভালবাসার ছোঁয়াটুকু থাকে আজীবন।

তুই—এমন মিঠে ডাক বাংলায় আর বোধহয় নেই। ভালবেসে তুই ডাকার মধ্যে যে কেমন এক মন কেমনের আদর লুকিয়ে থাকে তা বোধহয় আর অন্য কোনও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বন্ধুত্ব, ভালবাসা, ভরসা, অভিমান, বিষণ্ণতা আর সব ছাপিয়ে একটা অদ্ভুত যোগাযোগ—তুই, শুধু এই একটা ডাকের মধ্যে দিয়ে এই সব আবগগুলো ধরে ফেলা যায় কত সহজে। তুই একটা আশ্চর্য ডাক, যা দিয়ে কত দূরের কাউকে আপন করে নেওয়া যায়, আবার অনেক কাজের মানুষকেও যেন আরও যত্নে কাছে বসিয়ে রাখা যায়। আসলে তুই ডাকটার মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক অন্যরকম মায়া। যেন কেউ সযত্নে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় কোনও মন খারাপের রাতে। যেন কেউ হাতটা ধরে পার করিয়ে দেয় ব্যস্ত রাস্তার মোড়। যেন কেউ চুপ করে পাশে বসে থাকে আর তার কাঁধে নামিয়ে দেওয়া যায় ক্লান্ত মাথা। তুই যেমন বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের ডাক। তেমনি ভাইবোন, সন্তানকে যখন তুই ডাকা হয় তখন সামাজিকভাবে তা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হয়। এরমধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। তবে শুরুতে সকলেই খানিক ভুরু কপালে তুলেছিল যখন প্রেমের সম্পর্কে তুই'এর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। আসলে এই সম্পর্কগুলো শুরু হতো বন্ধুত্বের হাত ধরে। আগেই তো তাই হতো বহু ক্ষেত্রেই। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তার সমীকরণ আরও সহজ হয়েছে। ফলে বন্ধু যখন হয়ে উঠেছে ভালবাসার জন তখন আর তুই থেকে তুমিতে পা রাখার প্রয়োজন হয়নি। তুই এর স্বাভাবিক ডাকেই স্বচ্ছন্ন রয়ে গেছে দু'টি মানুষ।

আবার ভালবাসার সম্পর্কে বা বিবাহিত সম্পর্কে অনেক সময়েই তুই ডাকটি প্রচলিত রয়ে যেতে দেখি আমরা, সমাজেরতথাকথিত আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলির মধ্যে। তা আমাদের নাগরিক ভাবনাকে তেমন নাড়া দেয় না। আমরা মনে করি 'ওদের' মধ্যে ওরকম চলতেই থাকে। কি আশ্চার্য না? সম্বোধনের মধ্যে দিয়ও এমনভাবেই সামাজিক অবস্থানের একটা নির্দিষ্ট ছক তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অবশ্য তুই'এর এমনই স্বচ্ছন্দ চলাচল, যে কোনও সামাজিক অবস্থানের মধ্যেই সে চলাচল করে যায় অনায়াসে। এই কারণেই যাকে তুই ডাকে ডাকা যায়, তাকে জড়িয়ে ধরা যায় অবলীলায় ভালবেসে।

এভাবেই সম্বোধনের মধ্যে দিয়ে অনেক সম্পর্কের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়। বোঝা যায় সম্পর্কের গভীরতা ঠিক কোন সময়ে কোন পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে। নৈকট্য ও দূরত্ব বোঝারজন্য একটি সাঁকোই হয়তো যথেষ্ঠ। আবার অন্যদিকে থেকে দেখলে এই ডাক থেকেই সামাজিক অবস্থান বিষয়ে কে কতটা সচেতন তাও বোঝা যায় সহজেই । সাধারণত একটা মানসিকতা দেখা যায়, আর্থ-সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে আমরা খুব সহজেই তুই বলে সম্বোধন করে থাকি, শুধু এটা বোঝানোর জন্য যে তারা যেন আমাদের থেকে কিছুটা হলেও পিছিয়ে থাকা এবং আমাদের সামাজিক সুবিধাপ্রাপ্তি যেন আমাদের এই অধিকার দিয়ে দেয় যে আমরা এই অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত মানুষগুলিকে তুই বলে ডাকতে পারি। অথচ আপনি বলে ডাকাই স্বাভাবিক ছিল না কি? আমরা যেমন সামাজিকভাবে কিছু বিষয়ে অত্যন্ত রক্ষণশীলতার পরিচয় দিই, যেমন ওই যে প্রেমের সম্পর্কে তুইয়ের ব্যবহার, আবার তেমনি ব্যক্তি মানুষের সম্মানের জায়গাটিকে ক্ষেত্র বিশেষে অবজ্ঞা করে কত সহজেই না তুই ডেকে ফেলতে পারি। অথচ আমাদের, শিক্ষা, সাংস্কৃতির জায়গা থেকে তো সব মানুষের সঙ্গেই পরিচয়ের সূত্রপাতে আপনি সম্বোধন থাকাটাই স্বাভঅবিক ছিল, তাই নয় কি? তবে কবেই বা আমরা জীবনের ছোটো ছোটো বিষয়গুলির দিকে একটু নজর দিয়ে থাকি। দিলেই বোধহয় আমাদের জীবনটা আরও একটু সুন্দর আর বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। হয়তো ছোট্ট একটা ডাকে কিছুই যায় আসে না। আবার হয়তো একটা ডাকেই বদলে যায় একটা গোটা জীবন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আম জনতার সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েই ভোট দিলেন দক্ষিণী ছবির রথীমহারথীরা

চেন্নাই, ৬ এপ্রিল (হি.স.): অসম, পশ্চিমবঙ্গ, কেরলের পাশাপাশি বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তামিলনাড়ুতেও। মঙ্গলবার সকাল সকাল নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তামিল সুপারস্টার রজনীকান্ত, কমল হাসান, শ্রুতি, সূর্য, বিজয়, অজিত, শালিনীরা। আম জনতার সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েই ভোটদান পর্ব সারলেন দক্ষিণী ছবির রথীমহারথীরা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই তামিলনাড়ুর ২৩৪ আসনে ভোটগ্রহণ পর্ব চলছে। দক্ষিণের এই রাজ্যে এক দফাতেই সম্পন্ন হবে বিধানসভা ভোট। শেষ মুহূর্তে রাজনৈতিক দল গড়ে নির্বাচনে লড়বার সিদ্ধান্ত বাতিল করলেও এদিন সকাল সকাল নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন রজনীকান্ত। চেন্নাইয়ের থাউস্যান্ড লাইটস বিধানসভার অন্তর্গত স্টেলা ম্যারিস পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন রজনীকান্ত। এদিন সকালেই ভোট দিয়েছেন অভিনেতা তথা মাক্কাল নিধি মাইয়াম প্রধান কমল হাসান। কমল হাসানের সঙ্গে তাঁর দুই মেয়ে শ্রুতি হাসান এবং অক্ষরা হাসান চেন্নাই হাইস্কুলের বুথে ভোট দিয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনে কোয়েম্বাটুর দক্ষিণ বিধানসভা আসনের প্রার্থী হলেন কমল হাসান। সপরিবারে ভোট দিলেন দক্ষিণী ছবির পরিচিত মুখ সূর্য। এদিন সাইকেল চালিয়ে ভোট দিতে যান 'মাস্টার' তারকা বিজয়। ভিআইপি লাইনে নয়, আম জনতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন "ভেদলম" তারকা অজিত ও অভিনেত্রী শালিনী। তারকাদের ভোটদান ঘিরে আম জনতার মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়বার মত।—

বাংলাদেশে একদিনে সর্বোচ্চ আক্রান্ত ও মৃত্যুর রেকর্ড

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৬।। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রকোপ শুরুর পর এই প্রথম একদিনে ৬৬ জনের মৃত্যু ও ৭ হাজার ২১৩ জন রোগী শনাক্তের খবর দিল স্বাস্থ্য অধিদফতর। এর মধ্য দিয়ে দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯ হাজার ৩৮৪ জন, আর আক্রান্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৫১ হাজার ৬৫২ জন।

মঙ্গলবার বিকেলে করোনাভাইরাস নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ২৩৭টি পরীক্ষাগারে অ্যান্টিজেন টেস্টসহ পরীক্ষা করা হয় ৩৪ হাজার ৩১১টি নমুনা। ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২১ দশমিক ০২ শতাংশ। মোট পরীক্ষায় এ পর্যন্ত শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ৪৪ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় মোট মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৪৪ শতাংশ। এদিকে, ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে আরো ২ হাজার ৯৬৯ জন সুস্থ হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট সুস্থ ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৫৮ হাজার ৩৮৩ জনে। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৮৫ দশমিক ৬৯ শতাংশ। উল্লেখ্য, দেশে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত বছরের ৮ মার্চ। তার ১০ দিন পর ১৮ মার্চ প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

করোনা আক্রান্ত ক্যাটরিনা কাইফ

মুম্বাই, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : এবার করোনা আক্রান্ত বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ। জানা গিয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যেই হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন তিনি। সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তাঁর কোভিড পজিটিভের কথা জানিয়েছেন তিনি।

সেখানে অভিনেত্রী লিখেছেন, 'আমি করোনায় আক্রান্ত। ইতিমধ্যেই আইসোলেশনে রয়েছি আমি এবং নিজেকে বাড়িতেই গৃহবন্দি করেছি। আমার চিকিৎসকের পরামর্শ মতন সব রকম স্বাস্থ্যবিধী মেনে চলছি। আমি অনুরোধ করছি এই কয়েকদিনের মধ্যেই যারা আমার সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা করোনার পরীক্ষা করিয়ে নিন।' কিছুদিন আগেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন অভিনেতা ভিকি কৌশল।

হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি / কাকলি

টাকা না দেওয়ায় ইসরাইলের টিকার চালান আটকে দিল ফাইজার

জেরুজালেম, ৬ এপ্রিল (হি.স.): ইসরাইলের টিকার চালান আটকে দিল ফাইজার। টাকা পরিশোধ না করায় আমেরিকার ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ফাইজার ইসরাইলের টিকার চালান আটকে দিয়েছে।

টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বে প্রথমস্থানে আছে ইসরাইল।দেশটির ৯৩ লক্ষ অধিবাসীর প্রায় অর্ধেকেরও বেশি মানুষকে করোনার টিকার প্রথম ডোজ দেওয়ার কাজ শেষ। এই অবস্থায় ইসরাইলের টিকার চালান আটকে দিল ফাইজার। খবরে প্রকাশ দেশটি ফাইজারের কাছ থেকে নেওয়া প্রথম ১ কোটি ডোজের মূল্য পরিশোধ করলেও পরের চালানগুলোর টাকা এখনও পরিশোধ করেনি। সেকারণেই ফাইজার ইসরাইলের টিকার চালান আটকে দিয়েছে বলে খবর।

দিল্লিতে ভেঙে পড়ল ব্রিজের একাংশ, মৃত্যু একজনের

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মান ব্রিজের একাংশ। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান একজন শ্রমিক। ব্রিজ ভেঙে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির পঞ্জাবি বাগ এলাকায়। দিল্লি দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকালে দিল্লির পঞ্জাবি বাগ এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি নির্মীয়মান ব্রিজের একাংশ।

একজন শ্রমিক আটকে পড়েছিলেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। দমকলের কর্মীদের তৎপরতায় ওই শ্রমিককে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী কারণে ব্রিজের একাংশ ভেঙে পড়ল, তা জানতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৪১৫ জনের, আমেরিকায় নতুন করোনা-আক্রান্ত ৫০,৩২৯

ওয়াশিংটন, ৬ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় ফের খানিকটা বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ৪০০-র গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০,৩২৯ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪১৫ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩১,৪৯০,৫৬৩-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৪১৫ জন বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৯৭ জনের। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০ হাজার ৩২৯ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৪১৫ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩১,৪৯০,৫৬৩-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৪,০২৩,৫১৮ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬,৮৯৭,৮৪৮ জন।

ব্রাজিলে খানিকটা বাড়ল করোনা-সংক্রমণ, দৈনিক মৃত্যু বেড়ে ১,৬২৩

রিও ডি জেনেইরো, ৬ এপ্রিল (হি.স.): ব্রাজিলে ফের কিছুটা বাড়ল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ১ হাজার ৬২৩ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮,২৩৩ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ৩৩ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার) ব্রাজিলে নতুন করে ১ হাজার ৬২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৫৩-তে পৌঁছেছে।

করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৩৮,২৩৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৩,০২৩,১৮৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১১,৪৩৬,১৮৯ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১২,৫৩,৮৪৭ জন।

বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৬।। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ সফরকালে মিনিস্টার ইন ওয়েটিং হিসেবে যতশীল ও চমৎকার সাহচর্যের জন্য কৃষিমন্ত্রী ড় মো. আব্দুর রাজ্জাককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সম্প্রতি এক পত্রে ড় রাজ্জাককে ধন্যবাদ জানান তিনি। নরেন্দ্র মোদি উল্লেখ করেন, আমার সংক্ষিপ্ত ও ব্যস্ত ভ্রমণসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য ভ্রমণকৃত স্থানগুলোর সব বিষয়ের প্রতি আপনার বিশেষ মনোযোগ আমাকে অভিভূত করেছে।

তিনি বলেন, আমি যেসব এলাকা ভ্রমণ করেছি সেসব এলাকার কর্মকর্তা ও স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছি।

তার সফরকালে কৃষিমন্ত্রী যে সময় দিয়েছেন ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন নরেন্দ্র মোদি।

নরেন্দ্র মোদি উল্লেখ করেন, সফরকালে কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে যেসব বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় হয়েছে; তা বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে এ আলোচনা ও মত বিনিময়ে তিনি আনন্দিত।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গত ২৬ ও ২৭ মার্চ বাংলাদেশ সফর করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

স্বগৃহে পৌঁছলো ছত্তিশগড়ে নকশালি হামলায় শহিদ দিলীপ দাসের নশ্বর দেহ

গুয়াহাটি / সরুপেটা (অসম) ৬ এপ্রিল (হি.স.) : স্বগৃহে এসে পৌঁছেছে ছত্তিশগড়ে নকশালি হামলায় শহিদ সিআরপিএফ-এর ইনস্পেক্টর দিলীপ কুমার দাসের নশ্বর দেহ। আজ মঙ্গলবার গুয়াহাটির গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছে শহিদ দাসের কফিন বন্দি মরদেহ। বিমানবন্দরে তাঁকে সামরিক অভিবাদন জানানোর পর বীর শহিদের নশ্বর দেহ ধারাপুরে অবস্থিত ১৭৫ সিআরপিএফ ছাউনিতে নেওয়া হয়। সেখানে শহিদ বীর সেনানিকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সিআরপিএফ এবং অসম পুলিশের পদস্থ আধিকারিক ও জওয়ানরা। শ্রদ্ধাঞ্জলির পর শহিদ দিলীপ কুমার দাসের নশ্বর দেহ বরপেটা জেলার সরুপেটায় তাঁর নিজের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়।

অতি জনপ্রিয় যুবক দিলীপ কুমার দাসের মরদেহ সরুপেটার গ্রামের বাড়িতে আসলে গোটা অঞ্চলে শোকের ছায়া নেমে আসে। হৃদয় বিদারক কান্নার রোল ওঠে গোটা গ্রামে। শহিদ দিলীপ দাস তাঁর পত্নী এবং দুই কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। ২০০১ সালে তিনি সিআরপিএফে যোগদান করেছিলেন। শনিবার (৩ এপ্রিল) ছত্তিশগড়ের বিজাপুর ও সুকমা জেলা সীমান্তবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়েছিলেন সিআরপিএফ জওয়ানরা। তখন নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর অতর্কিত বর্বরোচিত হামলা চালায় মাওবাদী নকশালিরা। মাও হামলায় মোট ২৪ জন জওয়ান শহিদ হয়েছেন।

তাঁদের মধ্যে অসমের আরও এক বীর জওয়ান গোয়ালপাড়া জেলার দুধনৈ এলাকার বাবলু রাভাও শহিদ হয়েছেন। শহিদ বাবলু রাভার বাড়ি গোয়ালপাড়া জেলার দুধনৈয়ের নিকটবর্তী দামরা পাটপাড়ায়। গতকাল তাঁর নশ্বর দেহ অসমে এসেছে।

করোনা মুক্ত সঞ্জয় লীলা বনসালী, শুরু করলেন শুটিং

মুম্বাই, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা-মুক্ত হয়েছেন পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনসালী। করোনা-মুক্ত হয়েও বেশ কিছুদিন নিজের অফিসেই থাকছিলেন তিনি। অবশেষে তিনি শুটিং শুরু করলেন 'গাঙ্গুবাঈ'-এর।

১৪ দিনের বিরতি নিয়ে বনসালী ফের শুটিং শুরু করলেন। ছবিতে অজয় দেবগণ একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করছেন। খুব বেশি দিনের কাজ নয়। মাত্র একদিনের কাজ বাকি ছিল। অজয় দেবগণকে নিয়ে সেই বাকি কাজ শেষ করলেন পরিচালক। তবে এই মুহূর্তে তিনি শুটিং পুরোপুরি শেষ করতে পারবেন না। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন যিনি সেই আলিয়া ভাট এখন করোনায় আক্রান্ত। আলিয়াকে ছাড়া শুটিং শেষ করা সম্ভব নয়। তাই আপাতত আলিয়া সুস্থ হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত শুটিং শেষ করা সম্ভব হবে না।

অবশেষে স্বস্তি, দিল্লির আদালতে জামিন পেলেন কে ডি সিং

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): অবশেষে জামিন পেলেন অ্যালকেমিস্ট চিট ফান্ড মামলায় ধৃত প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কে ডি সিং। মঙ্গলবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত কে ডি সিংয়ের জামিন-আর্জি মঞ্জুর করেছে। গত ১৩ জানুয়ারি অ্যালকেমিস্ট চিট ফান্ড মামলায় প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কে ডি সিংকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। দিল্লিতে ইডি-র সদর দফতরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কয়েকশো কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে কে ডি সিংয়ের বিরুদ্ধে। তাঁর সংস্থা অ্যালকেমিস্টের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা তোলা হয়েছিল। সেই টাকা সাইফনিং করা হয়েছে। বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলেও তদন্তে প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণ হাতে আসার পরেই গ্রেফতার করা হয় কে ডি সিংকে। অবশেষে দিল্লির আদালতে জামিন পেয়ে গেলেন কে ডি সিং।

বাড়ছে করোনার প্রকোপ! ৩০ এপ্রিল অবধি দিল্লিতে নৈশ কারফিউ

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে হু হু করে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। একইসঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুও। করোনা সংক্রমণে রাশ টানতে এবার কঠোর হল দিল্লি সরকার। দিল্লিতে আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত লাগু থাকবে নৈশ কারফিউ। মঙ্গলবার দিল্লি সরকার জানিয়েছে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, দিল্লিতে আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত নৈশ কারফিউ বলবৎ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন রাত দশটা থেকে পরবর্তী দিন সকাল পাঁচটা পর্যন্ত লাগু থাকবে নৈশ কারফিউ।

উল্লেখ্য, দিল্লিতে করোনার আগ্রাসন বেড়েই চলেছে। সোমবারই দিল্লিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৩ হাজার ৫৪৮ জন। ওই দিনে মৃত্যু হয় ১৫ জনের। ২,৯৩৬ জন সুস্থ হওয়ার পর রাজধানীতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার ২৭৭ জন। দিল্লিতে সোমবার রাত পর্যন্ত সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১৪,৫৮৯।

দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলায় সাফাই অভিযান বিজেপি। ছবি ঃ নিজস্ব

উগ্র-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর অপতৎপরতা প্রতিরোধ করা বাংলাদেশ সরকারের চ্যালেঞ্জ: ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৬।। এ মুহূর্তে করোনা সংক্রমণ মোকাবিলা ও উগ্র-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর অপতৎপরতা প্রতিরোধ করাই সরকারের চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, এ দু'টি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারি কাজের সুসমন্বয় এবং দলের ঐক্য আরো সুসংহত করা জরুরি কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মঙ্গলবার নিজ সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৩০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কক্সবাজার লিংক রোড হতে উনচিপ্রাং পর্যন্ত ৫০ কিলোমিটার সম্প্রসারিত সড়ক উদ্বোধনকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, কক্সবাজারের উন্নয়ন শেখ হাসিনা সরকারের অগ্রাধিকার। শেখ হাসিনা সরকার এ জেলার বিভিন্ন সেক্টরে যে উন্নয়ন করেছে এবং করছে, কক্সবাজারের ইতিহাসে তা আগে কখনও হয়নি। করোনার এই অবনতিশীল পরিস্থিতিতে জনগণের মধ্যে ঢিলেঢালা ভাব ও উদাসীনতার বিরুদ্ধে লকডাউন নির্দেশনা কঠোরভাবে প্রতিপালন করার নির্দেশনা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, এ সময় ভেদাভেদ ভুলে দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ লড়াইয়ের সাহসী কাণ্ডারি শেখ হাসিনার হাতকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। করোনা মোকাবিলায় সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা কামনা করছি। তিনি বলেন, সবকিছুতে সরকারের ওপর দায় চাপানোর মাধ্যমে বিএনপি তাদের দায়িত্বহীনতা প্রকাশ করতে চায়। কোনটি সরকারের দায়, কোনটি নয়- সেটিও বিবেচনায় নেয়ার সক্ষমতা হারিয়েছে বিএনপি।

সমালোচনা বিএনপিকে এমনই অন্ধ করেছে যে, এখন কালবৈশাখীর মৃত্যুর দায়ও সরকারের উপর চাপাচ্ছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, সামনের দিনগুলোতে হয়তো দেখা যাবে, বজ্রপাতে নিহতের ঘটনায়ও সরকারকে দায়ী করছে বিএনপি। শেখ হাসিনা সরকার জনঘনিষ্ঠ যেকোনো ইস্যুতে সবার আগে রেসপন্স করে। দুর্যোগে মানুষের পাশে সবার আগে সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে যায় আওয়ামী লীগ। কিন্তু ঘরে বসে লিপ সার্ভিস দিয়েই বিএনপি নিজেদের দায়িত্ব শেষ করে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, করোনার এই দুঃসময়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে বিএনপি কী করেছে- তা দেখলেই তাদের মিথ্যাচার আর অপরাজনীতির পাশাপাশি জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্বহীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের এমন পলায়নপর মনোবৃত্তি এবং জনকল্যাণে নিস্পৃহভাব জনগণের প্রতি বিএনপির কমিটমেন্টকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে।

তারকেশ্বরে বিভিন্ন বুথে সন্ত্রাসের অভিযোগ করলেন বিজেপি-র

তারকেশ্বর, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : হুগলির তারকেশ্বরে বিভিন্ন বুথে সন্ত্রাসের অভিযোগ করলেন বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্ত। ভোট তৃতীয়ার সকালে সেখানে ক্রমেই চড়ে উত্তজেনার পারদ। স্বপনবাবু বিষয়টি নিয়ে কমিশনে যাওয়ার কথাও জানিয়েছেন।

এদিন সেখানে একাধিক বুথে বিজেপি এজেন্টকে ঢুকতে বাধা দেওযার অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি তারকেশ্বরের রজোবালা ধরমপুর স্কুলের বুথে বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগও সামনে আসছে।

সূত্রের খবর, এক বিজেপি সমর্থক মহিলার কান ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে।

তারকেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্ত সকাল থেকেই বুথে বুথে ঘুরছেন। এদিন সকালে সকালে তিনি এসে জামদারা শ্রীপাঠী বিদ্যাপীঠে দেখেন বুথে কোনও দলীয় এজেন্ট নেই। তিনি এজেন্টের খোঁজ শুরু করেন। এই সময়ে এজেন্ট তাঁকে জানান, অন্তত সাতদিন ধরে তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই কারণেই তিনি বুথে আসতে পারেননি।

একদা রাজ্যসভার সাংসদ, অধুনা বিধায়ক পদে লড়াই করা বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্ত তাঁর দলীয় এই এজেন্টকে হাত ধরে বুথে নিয়ে এসে বসিয়ে দেন। রাজ্য পুলিশের আধিকারিককে বিষয়টি তিনি জানান। বলেন, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। স্বপনবাবু বলেন, আমি ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেছি বুথের ভিতর রাজ্য পুলিশ রয়েছে। তাঁরা স্থানীয় পুলিশ, ভোটদান প্রভাবিত করতে পারেন। কাজেই এই ঘটনা ঘটা উচিত নয়। পাশাপাশি বুথে আমাদের কর্মীকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

হুগলির মোট আটটি আসনে ভোটগ্রহণ চলছে। কিন্তু তারকেশ্বর নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হতেই ১৩৩ নং বুথ থেকে অভিযোগ আসে মহিলা ভোটারদের বিজেপির পক্ষে ভোট দিতে চাপ দিচ্ছেন মহিলা সিআরপিএফ জওয়ান। পাশাপাশি এই কেন্দ্রেই ২৬০, ২৬০-এ বুথে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজেপি হুমকি দিয়েছে বলেও তৃণমূলের তরফে অভিযোগ উঠেছে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আমার মামার বাড়ির সদস্যদের মধ্যে বইছে স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্ত : অসিত মিত্র

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): ১৯৬৭ থেকে ২০০৬ এই সময়কালে আমতায় ১১ বার বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। এর মধ্যে ১০ বারই জিতেছে সিপিএম। '৭৭ থেকে '৯১ চার বার বারীন্দ্রনাথ কোলে এবং তার পর তিন বার প্রত্যুষ মুখার্জি। সিপিএমের এই জয়ের ধারাবাহিকতা ২০১১-তে ভেঙে দিলেন অসিত মিত্র। এবার বিধানসভা ভোটে আমতায় জোট-সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী অসিত মিত্র। জিতে হ্যাটট্রিক করতে পারেন কি না, সেটাই দেখার। আমতার কথায় প্রবাদপ্রতিম আলামোহন দাশের একটা উল্লেখ থাকা দরকার। বাংলার উদ্যোগপতিদের এই পথিকৃত স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। এবং পরবর্তী জীবনে সমাজসেবা ও রাজনীতির সাথে যুক্ত হন।ছোট ব্যবসা করলেও পরে তিনি বৃহৎ শিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি নিজের পদবিতেই শিল্পশহর দাশনগর গড়ে তোলেন। ৭০ বছর আগে ১৯৫১ সালের প্রথম নির্বাচনে আমতা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে জয়ী হন।

কংগ্রেসের মধ্যেও কিছু দিক থেকে ব্যতিক্রমী অসিত মিত্র। মূলত তাঁর সরল, অনারম্বর জীবনের জন্য। ক্ষোভ-দুঃখকে গুরুত্ব না দিয়ে থেকে গিয়েছেন আজীবন কংগ্রেসি। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, "আসলে আমার মামার বাড়ির সদস্যদের মধ্যে বইছে স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্ত।" জন্ম বাগনান থানা এলাকার দেউল গ্রামে। স্থানীয় স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়াকালীন বাবা মারা যান। সাময়িক পড়াশোনা ছেড়ে কারখানায় শ্রমিকের কাজ নিতে হয়। চার বছর বাদে ফের কলেজে ভর্তি হয়ে বি কম পাশ করেন। পরে শিক্ষকতায় যান। ছয়ের দশকের মাঝপর্ব থেকে প্রথমে ছাত্র পরিষদের সদস্য, এর পর ধাপে ধাপে জেলা সহ সভাপতি, সভাপতি। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে উত্তাল দিনগুলোয় দিল্লি থেকে বাড়তি দায়িত্ব পেলেন নবগঠিত ন্যশমাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য যুগ্ম সম্পাদকের।

নির্বাচনের প্রথম অধ্যায়টা কিন্তু অসিতবাবুর মোটেই সুখকর হয়নি। আগে এই নির্বাচনী কেন্দ্রের নাম ছিল কল্যাণপুর। ১৯৭৭, '৮২, '৮৭-র বিধানসভার ভোটে হারের হ্যাটট্রিকের পর প্রথম জিতলেন '৯৬-এ। ২০০১-এ আবার জয়, '০৬-এ পরাজয়। এবার কেন্দ্রের মানচিত্র বদল হয়ে নাম হল আমতা। ২০১১ ও '১৬-র ভোটে জয় পেলেন। ২০০১-এ ছিলেন বিধানসভায় কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক। এখন কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সম্পাদক। পুরুলিয়া জেলায় কংগ্রেসের কোনও পর্যবেক্ষক ছিলেন না। কয়েক মাস আগে তাঁকে ওই জেলার পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেয় প্রদেশ কংগ্রেস। অধীর চৌধুরী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে। ২০২০-র ১৮ মার্চ বিধানসভায় তাঁর আনা ছবি ও মালা দিয়ে শততম জন্মদিনে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা ভবনের বারান্দায় মাল্যদানের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী ডেকে নেন অসিতবাবুকে। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারনায় মুখ্যমন্ত্রীর পর তিনি বক্তব্য রাখেন।

২০১১-র জনগণনায় আমতার ৮২ শতাংশ লোক গ্রামীণ এলাকার। ২০১৬-র বিধানসভা ভোটে তৃণমূল যেখানে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের অধীন আমতায় পেয়েছিল প্রদত্ত ভোটের ৪৪.৬৭ শতাংশ, সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী অসিতবাবু পান ৪৭.০৫ শতাংশ, অনেক ব্যবধানে বিজেপি ৫.৮৩ শতাংশ। এবারে পরিস্থিতি সহজ নয়, তা তিনি বিলক্ষণ জানেন। ৭৪ বছরেও অক্লান্ত প্রচার চালাচ্ছেন। ভোটের আগের দিন সকালে বললেন, "এই তো দেখুন ২০ জন বসে আছে। প্রায় প্রতিদিনই এরকম অনেকে আসেন। এঁদের অনেকেই সংখ্যালঘু। আজন্ম এলাকাটাকে দেখে এসেছি। আমরা পরস্পরকে চাইলেই পাই। ভোটে তার প্রতিফলন হবে না?' এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে 'হিন্দু সংহতি'-র সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য। দেবতনুবাবুর দাবি, এলাকায় তাঁর সংগঠনের যথেষ্ঠ প্রভাব রয়েছে। তৃণমূল প্রার্থী করেছে সুকান্ত পালকে। তিন প্রার্থীই রয়েছেন জেতার আশায়। আমতায় ভোট ৬ এপ্রিল।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ওজন কমানোর আসল চাবিকাঠি কি খাদ্যাভ্যাসে কম কার্বোহাইড্রেইট ?

ওজন কমাতে চাইলে শুরুতেই মাথায় আসে খাবার তালিকা থেকে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেইট বাদ দেওয়ার কথা। কার্বোহাইড্রেইট দ্রুত রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়ায় ও ওজন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে, এ কথা ঠিক। এটাও মনে রাখতে হবে, সব কার্বোহাইড্রেইট ক্ষতিকর নয়।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ওজন কমাতে কম কার্বোহাইড্রেইট বা শর্করা-জাতীয় খাবার কতটা কার্যকর বা ক্ষতিকর সে সম্পর্কে জানানো হল।

'লো-কার্ব ডায়েট' বা কম শর্করা-জাতীয় খাদ্যাভ্যাস খাবারে কম কার্বোহাইড্রেইট গ্রহণ করাকে 'লো-কার্ব ডায়েট' বলে। এই ধরনের খাবার তালিকায় শর্করার পরিমাণ কম ও এর ঘাটতি পূরণে উচ্চ চর্বি ও উচ্চ প্রোটিন ধরনের খাবার যুক্ত করা হয়। এই ধরনের খাদ্যাভ্যাস কোলেস্টেরল ও রক্ত চাপের ঝুঁকি কমায়। তাই 'লো-কার্ব ডায়েটে' কার্বোহাইড্রেইটের কিছু প্রকার, শরীরের প্রয়োজনীয় ও উপকারী পুষ্টি উপাদান যোগ করা হয়। কম কার্বোহাইড্রেইটে কি আদৌ ওজন কমে?

ওজন কমানোর গবেষণা অনুযায়ী কম কার্বোহাইড্রেট ধরনের খাবার কম চর্বি-জাতীয় খাবারের মতোই ভূমিকা পালন করে। তবে কম কার্বোহাইড্রেইট ধরনের খাবার গ্রহণে অনেকেই নানা রকমের সমস্যার মুখোমুখি হন।

কম-কার্বোহাইড্রেইট-জাতীয় খাবার স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায়

স্থূলকায় ব্যক্তিদের মধ্যে যারা 'ইন্সুলিন রেজিস্ট্যান্স' তাদের রক্তে শর্করার মাত্রা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কম কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার খাওয়া উপকারী। এটা কোলেস্টেরল ও রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতেও সহায়তা করে। খাবার তালিকায় কার্বোহাইড্রেইট না থাকা স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। একেবারেই কার্বোহাইড্রেইট গ্রহণ না করায় শরীর শক্তি উৎপাদন করার জন্য দেহের চর্বি ও পেশি ভাঙা শুরু করে। ফলে বিপাকক্রিয়াও কমতে থাকে।

হুট করে কার্বোহাইড্রেইট গ্রহণের মাত্রা বেশি কমিয়ে ফেললে তা শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি সৃষ্টি করে। কিছু কার্বোহাইড্রেইট শরীরের জন্য উপকারী ও প্রয়োজনীয়। যেমন- শস্য, আঁশ সমৃদ্ধ খাবার ও ফল।

কার্বোহাইড্রেইট গ্রহণের মাত্রা খুব বেশি কমিয়ে ফেললে তা গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির সমস্যা যেমন- কোষ্ঠকাঠিন্য ও বমিভাবের সৃষ্টি করে।

দীর্ঘদিন কার্বোহাইড্রেইট গ্রহণ না করা হলে মাথা ব্যথারও সৃষ্টি করে। ভালো কার্বহাইড্রেট গ্রহণে চেষ্টা করতে হবে কম কার্বোহাইড্রেইট গ্রহণ শরীরের খানিকটা ওজন কমতে সহায়তা করে। তবে শরীর সক্রিয় রাখতে প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতিও দেখা দেয়। তাই কার্বোহাইড্রেইট কমানোর বদলে বরং আঁশ সমৃদ্ধ 'জটিল শর্করা' যুক্ত খাবার গ্রহণ করা ভালো। এটা বিপাক বাড়াতে সাহায্য করে। ভালো কার্বোহাইড্রেইট ওজন কমানোর পাশাপাশি উচ্চ ক্যালরি যুক্ত খাবার গ্রহণের ঝুঁকি কমায়।

সাদা পাউরুটির ক্ষতিকর দিক

সকালের নাস্তায় পাউরুটির বিশেষ অবস্থান আছে। আবার ব্যস্ত কর্মজীবীদের জন্য সকালের নাস্তায় পাউরুটি জীবনটাকে যেন ক্ষণিকের জন্য সহজ করে দেয়। অনেকে আবার দুপুরের খাবারটাও চা পাউরুটি কিংবা কলা পাউরুটি দিয়েই সেরে ফেলেন। সহজলভ্য এই খাবারটি খেতেও সুস্বাদু।

সব মিলিয়ে পাউরুটি ও এই ধরনের খাবার অনেকের খাদ্যাভ্যাসের সাধারণ উপাদান। তবে সমস্যা হল এই খাবারটির আছে বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক।

খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল বিস্তারিত।

কোষ্ঠকাঠিন্য: অসংখ্য বেকারিজাত খাবারের মতো পাউরুটিও তৈরি হয় প্রক্রিয়াজাত শস্য থেকে। একটি শস্য প্রক্রিয়াজাত করা মানে হল তা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে 'ব্র্যান' আর 'জার্ম' দুটোই। 'ব্র্যান' হলো যেকোনো শস্যের ভোজ্য আঁশ সরবরাহকারী অংশ আর এখানেই কোষ্ঠকাঠিন্যের সঙ্গে পাউরুটির সম্পর্ক।

যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিবিদ সিডনি গ্রিন বলেন, "গমে থাকা ভোজ্য আঁশ হল অদ্রাব্য, অর্থাৎ তা মানুষের হজমতন্ত্র দিয়ে পার হওয়ার সময় তা কোথাও শোষিত হয় না এবং ভাঙেও না। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে তাদের জন্য এই 'ব্র্যান' উপকারী। কারণ এটি মলের ওজন বাড়ায়, যে কারণে মল অপসারণ সহজ হয়। আবার সময়ও কম লাগে। তাই এই 'ব্র্যান' যদি আপনার খাদ্যাভ্যাসে থাকা শস্য উপাদানে অনুপস্থিত হয় তবে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেওয়া এবং তার তীব্রতা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে।"

রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি: পাউরুটি, 'ক্রসোঁয়া', 'পেস্ট্রি' সবগুলোরই 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স'য়ের মাত্রা বেশি। অর্থাৎ এরা দ্রুত শর্করা নিঃসরণ করে ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বাড়িয়ে দিতে পারে। 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স'য়ের মাত্রা যেসব খাবারের কম, সেগুলো শর্করা নিঃসরণ করে ধীর গতিতে, ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক মাত্রায় থাকে। তাই যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের জন্য পাউরুটি খাওয়া মারাত্মক হতে পারে।

কারণ রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গেলে 'হাইপারগ্লাইসেমিক স্টেট' দেখা দিতে পারে। রক্তে শর্করার মাত্রা যতক্ষণ বেশি থাকবে, ততক্ষণই বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি বাড়তে থাকবে। যা ডেকে আনবে হৃদরোগ, স্নায়বিক ও বৃক্কের সমস্যার মতো দূরারোগ্য ব্যাধি।

অস্বাস্থ্যকর ওজন: অতিরিক্ত পাউরুটি খাওয়ার আরেকটি ক্ষতিকর দিক হল নিজের অজান্তেই বেশি খেয়ে ফেলতে পারেন। যেসব খাবারের 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স'য়ের মাত্রা বেশি, সেগুলো ক্ষুধা বাড়ায়। যে কারণে প্রয়োজনের বেশি খাওয়া হয়ে যেতে পারে, ফলে বাড়তে পারে ওজন।

ত্বকের সমস্যা: এখানেও নেপথ্যের কারণ ওই 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স'য়ের মাত্রা বেশি হওয়া। আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ ডার্মাটোলজি অ্যাসোসিয়েশন (এএডি)'য়ের মতে, যেসব খাবারের 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স'য়ের মান কম সেগুলো ব্রণ কমাতে সহায়ক। কারণ ওই খাবারগুলো রক্তে শর্করার মাত্রা কমায়।

রক্তে শর্করা মাত্রা বেশি হলে শরীরে 'সেবাম' উৎপাদনের মাত্রা বেড়ে যায়। 'সেবাম' ত্বকে থাকা এক ধরনে তৈলাক্ত উপাদান। পাশাপাশি রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি হলে শরীর জুড়ে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। প্রদাহ ও 'সেবাম' দুটোই ব্রণের সমস্যার অন্যতম কারণ।

বাড়ায় স্ট্রোকের ঝুঁকি: প্রক্রিয়াজাত কার্বোহাইড্রেইট খাদ্যাভ্যাসে বেশি থাকলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। আর পাউরুটি ধরনের সকল খাবারই প্রক্রিয়াজাত কার্বোহাইড্রেইট।

শর্করার বিকল্প কয়েকটি খাবার

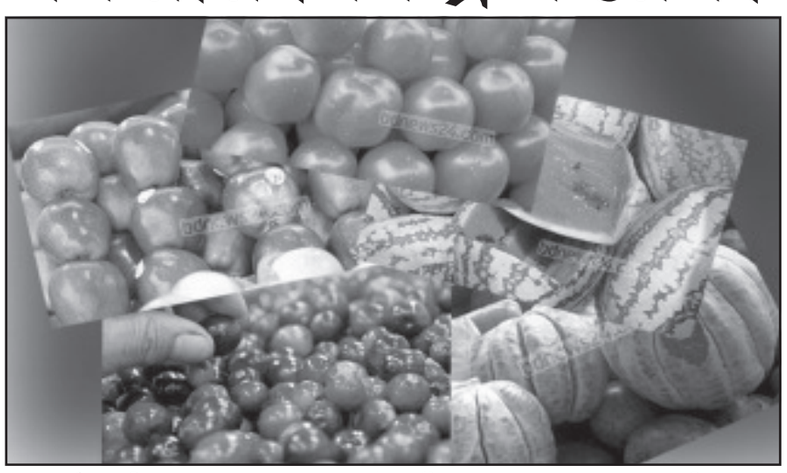

দেহে শর্করার চাহিদা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মস্তিষ্কের জ্বালানি শর্করা। আর মিষ্টি-জাতীয় খাবারকে মস্তিষ্ক পুরষ্কার হিসেবে গণ্য করে। তাই দেহে শর্করার চাহিদা হলে মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছেকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তবে অতিরিক্ত শর্করা শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

তাই চিনি-যুক্ত খাবারের চাইতে শর্করার চাহিদা মেটায় এরকম খাবার খাওয়া উপকারী।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে চিনির প্রাকৃতিক কয়েকটি বিকল্প সম্পর্কে জানানো হল।

কাঠ-বাদাম: পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ ও মজাদার। তাই স্বাস্থ্যকর নাস্তা হিসেবে এটা উপকারী। কাঠবাদাম নিম্ন 'গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স' সমৃদ্ধ ও পুষ্টি উপাদান যেমন- আঁশ, ভালো চর্বি, ভিটামিন ই এবং খনিজ যেমন- ম্যাগনেসিয়াম ও পটাশিয়াম সমৃদ্ধ। আরও রয়েছে ভিটামিন ই (আলফা-টোকোফেরল) যা 'অ্যান্টি-এইজিং' উপাদান হিসেবে কাজ করে। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব লিডস'য়ের করা এক গবেষণা থেকে ওজন নিয়ন্ত্রণে কাঠবাদামের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে জানা যায়। এটা ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক। তাই, নাস্তা হিসেবে কাঠবাদাম খাওয়া অতিরিক্ত ও অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ঝুঁকি কমায়। কাঠবাদাম উচ্চ চর্বিবহুল হওয়ায় ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে যে কেউ তা খাবার তালিকায় যোগ করতে পারেন।

বেরি: উচ্চ আঁশ সমৃদ্ধ ও কম শর্করাযুক্ত। বেরির ধরণ অনুযায়ী এতে ৫০ থেকে ৮৫ ক্যালরির থাকে। এটা কম ক্যালরিযুক্ত ও বেশি পুষ্টি সমৃদ্ধ। এছাড়াও রয়েছে ভিটামিন ও খনিজ। সকালের নাস্তায় দই বা কটেজ পনিরের সঙ্গে বেরি যোগ করে খাওয়া যায়। এই ফল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস যা দিনের শুরুতে খুব ভালো কাজ করে।

কলা: কলা ভিটামিন বি৬, ভিটামিন সি, খাদ্য আঁশ ও পটাশিয়াম সমৃদ্ধ। উচ্চ পটাশিয়াম ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক। এই ফল চর্বি, কোলেস্টেরল ও সোডিয়াম মুক্ত। এতে সামান্য পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম-ও থাকে।

কলা মিষ্টি হলেও এটা প্রাকৃতিক শর্করা সমৃদ্ধ যা স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

কমলার চেয়েও বেশি ভিটামিন সি রয়েছে যেসব খাবারে

রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সবচেয়ে বেশি কার্যকর হল ভিটামিন সি। আর এই ভিটামিন লেবু ও কমলা থেকে পাওয়া যায় বলে করোনাভাইরাস মহামারীর সময়ে এসব ফলের দামও বেশি হয়ে গেছে।

তবে ভিটামিন সি পাওয়ার আরও উৎস রয়েছে।

পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কমলার চেয়েও বেশি ভিটামিন সি পাওয়া যায় যায় এমন কয়েকটি খাবারের নাম সম্পর্কে জানান হল।

ভিটামিন সি'য়ের কথা বললে প্রথমেই মাথায় আসে কমলার কথা। এর এটা ভিটামিন সি'য়ের ভালো উৎস। মাঝারি মাপের একটা কমলাতে ৬৯.৭ মি.গ্রা ভিটামিন সি থাকে। কমলা ছাড়াও ভিটামিন সি পাওয়া যায় এমন কয়েক টি খাবারের নাম সম্পর্কে জানানো হল।

পেঁপে: গবেষণায় দেখা গেছে, পেঁপে হজম শক্তি বাড়ায়, ত্বক উজ্জ্বল করে, সাইনাস পরিষ্কার করতে ও হাঁড় সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে। এক কাপ পেঁপেতে ৮৮.৩ মি.গ্রা. ভিটামিন সি পাওয়া যায়।

স্ট্রবেরি: এক কাপ স্ট্রবেরিতে ৮৭.৪ মি.গ্রা. ভিটামিন সি থাকে। এছাড়াও এতে আছে পর্যাপ্ত ফোলাট ও অন্যান্য যৌগ যা হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে সহায়ক। স্ট্রবেরি দাঁত সাদা করতেও সহায়তা করে।

ফুলকপি: আগুনে ঝলসে বা সিদ্ধ যে কোনো উপায়েই ফুলকপি খাওয়া উপকারী। ছোট আকারের ফুলকপিতে ১২৭.৭ মি.গ্রা. ভিটামিন সি, ৫ গ্রাম আঁশ ও ৫ গ্রাম প্রোটিন থাকে।

আনারস: আনারসে আছে ব্রমেলাইন নামক হজমের এঞ্জাইম যা, খাবার ভাঙতে ও ফোলাভাব কমাতে সহায়তা করে। ব্রমেলাইন প্রাকৃতিক প্রদাহনাশক হিসেবে কাজ করে ও শরীরচর্চার পরে হওয়া ক্ষয় কমাতেও সাহায্য করে। এক বাটি আনারস থেকে সাধারণত ৭৮.৯ মি.গ্রা. ভিটামিন সি পাওয়া যায়।

ব্রকলি: রয়েছে ক্যান্সার রোধী উপাদান। এক বাটি ব্রকলিতে ১৩২ মি.গ্রা. ভিটামন সি ও আঁশ থাকে।

আম:―এই ফল ভিটামিন এ'র ভালো উৎস। মাঝারি মাপের আমে ১২২.৩ মি.গ্রা. ভিটামিন সি থাকে।

লাল ক্যাপ্সিকাম: নিম্ন ক্যালরি ও উচ্চ পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ। এটা মন ভালো রাখে এবং এর সাহায্যে মজাদার খাবারও তৈরি হয়। ১০০ গ্রাম লাল ক্যাপ্সিকামে ১২৭.৭ মি.গ্রা. ভিটামিন সি থাকে।

খাঁটি মধু চেনার উপায়

বাজারে নানান ধরনের মধু পাওয়া যায়। আবার রাস্তা-ঘাটেও ফেরি করে বিক্রি করা হয় মধু। এই ভেজালের যুগে মধু খাঁটি কি-না সেটা বোঝার জন্য রয়েছে কিছু কৌশল।

পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের মধু'র ব্র্যান্ড 'সুইটনেস অফ এথনিক'য়ের প্রতিষ্ঠাতা আয়ুশ সার্দা'র দেওয়া পন্থাগুলো খাঁটি মধু চেনাতে সাহায্য করবে।

* খাঁটি মধু ফ্রিজে রাখা হলে কখনও জমাট বাঁধবে না বা দানা দানাভাব হবে না। ঘন তরল-ভাবটাই থাকবে। তবে ভেজাল মধু ফ্রিজে রাখলে জমে যাবে এবং স্ফটিকের মতো দানাভাব দেখা দিবে। এমনকি মধুর উপরের অংশে সাদা স্তরও দেখা দেবে, যা আসলে চিনি।

* কাঁচা খাঁটি মধুতে সাদা ফেনা বা বুদবুদের মতো দেখা দেবে। এটা খাঁটি মধু চেনার চিহ্ন, এর থেকে বোঝা যায় এই মধুতে কোনো রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়নি।

* খাঁটি মধুতে ম্যাচের কাঠি ডুবিয়ে আগুন ধরালে সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠবে। যদি না জ্বলে তবে বুঝতে হবে সেটা ভেজাল মধু।

* ভিনিগারের সঙ্গে মধু মিশিয়ে সহজেই মধুর মান নির্ণয় করা যায়। ভিনিগার গোলানো পানিতে কয়েক ফেঁটা মধু দিয়ে মেশাতে হবে। যদি মিশ্রণে ফেনা দেখা দেয় তাহলে বুঝতে সেটা ভালো মধু নয়।

* সুন্দরবনের মধু ও পাহাড়ি অঞ্চলের মধুর মধ্যে পার্থক্য থাকবে। বনাঞ্চলের আর্দ পরিবেশের কারণে মধু পাতলা হয়। আর পাহাড়ি এলাকার শুষ্ক ও ঠাণ্ডা পরিবেশের জন্য মধু হয় ঘন। আবহাওয়া মধুর ওপর সবসময় প্রভাব রাখে। সুন্দরবন হচ্ছে 'ম্যানগ্রোভ' বা শ্বাসমূলীয় বন। এই বনের বেশিরভাগ গাছের মূল পানির মধ্যে থাকে, আর পরিবেশও আর্দ। তাই মনে রাখতে হবে খাঁটি সুন্দরবনের মধু সবসময় হবে পাতলা তরল।

খেজুর খাওয়ার প্রভাব

মিষ্টির প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে অনন্য এক খাবার খেজুর। বাজারে বিভিন্ন জাতের খেজুর মেলে। আর শুধু খেজুর যেমন টপাটপ খেতে পারবেন, তেমনি সালাদ, শরবত, ওটমিল ইত্যাদি বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়া যায়। তবে অতিরিক্ত খেলে বিপত্তিও আছে।

খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল খেজুরের কিছু উপকারিতা ও অপকারিতা সম্পর্কে। কমাতে পারে হৃদরোগের ঝুঁকি: দ্রবণীয় ভোজ্য আঁশ সরবরাহ করে খেজুর। শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোলেস্টেরল 'এলডিএল'য়ের যুক্ত হয়ে তা রক্তে মিশে যেতে বাধা দেয় এই আঁশ। একারণে ওই কোলেস্টেরলে থাকা 'ফ্যাটি লিপিড' রক্তনালীর দেয়ালের জমতে পারেনা। এভাবেই হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে এই ফল। লড়ে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে: 'ক্যারোটিনয়েড', 'পলিফেনলস' আর 'অ্যান্থোসায়ানিনস' ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খেজুর। খাদ্যাভ্যাসে এই উপাদানগুলোর প্রাচুর্য থাকলে ক্যান্সারসহ আরও অনেক দূরারোগ্য ব্যাধির ঝুঁকি কমে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। বিশেষ করে 'কলোরেক্টাল ক্যান্সার'য়ের বিরুদ্ধে খেজুর বিশেষ উপকারী ভূমিকা রাখে বলে দাবি করেন বিশেষজ্ঞরা।

ডায়াবেটিস রুখতে: দ্রবণীয় ভোজ্য আঁশের আছে নানান উপকারিতা। যার মধ্যে একটি হল রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। মেটাতে পারে পুষ্টির ঘাটতি: ভোজ্য আঁশ, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি, এই চারটি পুষ্টি উপাদান মানুষ বরাবরই কম গ্রহণ করে, এমনটাই দাবি বিশেষজ্ঞদের। আর মাত্র চারটি খেজুর থেকে পেতে পারেন ভোজ্য আঁশের দৈনিক চাহিদার ২৭ শতাংশ এবং পটাসিয়ামের দৈনিক চাহিদার ২০ শতাংশ। ফলে প্রতিদিন কয়েকটি খেজুর খাওয়ার মাধ্যমে এমন দুটি পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। যেগুলোর ঘাটতিতে ভোগে পুরো বিশ্বের বাড়তে পারে ওজন খেজুরের নানান গুণের কথা শুনে যদি সকাল বিকাল খেজুর খাওয়া শুরু করেন তবে বিপদ আসতে খুব বেশি দেরি হবে না। কারণ মাত্র চারটি বা ১০০ গ্রাম খেজুরেই মিলবে প্রায় ২৭৭ ক্যালরি। প্রচণ্ড মিষ্টি এই শুকনো ফল যদি বেশি খেতে থাকেন তবে ওজন যে বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই পরিমাণ মাথায় রাখতে হবে। ভালো খাবারও অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে তা কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

স্বাস্থ্যকর ওটমিল খাওয়ার অস্বাস্থ্যকর ভুল

স্বাস্থ্যকর সকালের নাস্তার তালিকায় ওটমিলের অবস্থান প্রথমসারিতে। তৈরি করাও সহজ, শুধু ওভেনে যেমন তৈরি করে নেওয়া যায়, তেমনি সময় থাকলে তা দিয়ে বিভিন্ন পদ তৈরি করার সুযোগও আছে। তবে যত স্বাস্থ্যকরই হোক না কেনো, এর অপব্যবহারের কারণে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকার বদলে উল্টো ওজন বেড়ে যেতে পারে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল ওটমিল খাওয়া অভ্যাসকে স্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রাখতে বর্জনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে।

শুধু ওটমিল খাওয়া: ওটমিলে ক্যালরি থাকে কম, অপরদিকে প্রোটিন আর ভোজ্য আঁশ থাকে বেশি। মাত্র আধা কাপ ওটমিল থেকে মিলবে তিন গ্রাম চর্বি, ২৭ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, চার গ্রাম ভোজ্য আঁশ, এক গ্রাম চিনি ও পাঁচ গ্রাম প্রোটিন। পাশাপাশি প্রায় ১৫০ গ্রাম ক্যালরি গ্রহণ কমাবে ওইটুকু ওটমিল। তবে সমস্যা হল পুরোপুরি শস্য থেকে ওটমিলেও কার্বোহাইড্রেট'য়ের পরিমাণটা বেশি। তাই রক্তে শর্করার মাত্রা চট করে বেড়ে যাওয়া ঠেকাতে এর সঙ্গে যোগ করতে হবে সামান্য পরিমাণে চর্বি, ভোজ্য আঁশ এবং প্রোটিন। যেমন ওই আধা কাট ওটমিলের সঙ্গে এক চা-চামচ বাদামের মাখন মিশিয়ে দিলে এর স্বাদ যেমন বাড়বে তেমনি যোগ হবে প্রায় ৪ গ্রাম প্রোটিন আর ৮ গ্রাম চর্বি। তিল ছড়িয়ে দিলেও একই উপকার পাওয়া যাবে।

প্যাকেটজাত 'ফ্লেইবার'যুক্ত ওটমিল: কাজ সহজ করার জন্য প্যাকেটজাত ওটমিল কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার জানা উচিত বিভিন্ন ধরনে 'ইনস্ট্যান্ট ওটমিল'য়ে থাকে নানান কৃত্রিম উপকরণ এবং চিনি।

যেমন কিছু 'ইনস্ট্যান্ট ওটমিল'য়ে ১৪ গ্রাম পর্যন্ত চিনি পাওয়া গেছে। এছাড়াও পাওয়া গেছে 'ভেজিটেবল অয়েল ও কৃত্রিম 'ডাই'। তাই কোনোরকম 'ফ্লেইবার' নেই এমন ওটমিল কেনা উচিত আর সঙ্গে মেশাতে হবে ঘর থাকা উপকরণ।

বিজেপি কার্যালয়ে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া দেশের আরও চারটি রাজ্যেও হল বিধানসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ পর্ব

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): আজ মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার তৃতীয় দফার নির্বাচনের পাশাপাশি দেশের আরও চারটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া তামিলনাড়ু, কেরল, পুদুচেরি ও অসমেও বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব হয়।

অসম, পশ্চিমবঙ্গ, কেরলের পাশাপাশি বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তামিলনাড়ুতেও। মঙ্গলবার সকাল সকাল নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তামিল সুপারস্টার রজনীকান্ত, কমল হাসান, শ্রুতি, সূর্য, বিজয়, অজিত, শালিনীরা। আম জনতার সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েই ভোটদান পর্ব সারলেন দক্ষিণী ছবির রথীমহারথীরা। এবারের নির্বাচনে এআইএডিএমকে লড়ছে ১৯১টি আসন থেকে এবং জোট সঙ্গী বিজেপি লড়াই করছে ২০টি আসন থেকে। অন্যদিকে,ডিএমকে লড়বে ১৮৮ টি আসন থেকে এবং জোটসঙ্গী কংগ্রেস লড়বে ২৫টি আসন থেকে। এখনও পর্যন্ত ১০৫টি কেন্দ্রকে স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন। এদিন সকালেই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন নিয়ে টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইটে তিনি লেখেন, ”অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে আজ নির্বাচন। আমি সকলকে মতদানের অনুরোধ জানাচ্ছি। বিশেষ করে তরুণ ভোটারদের।”

মঙ্গলবার সকাল থেকেই তামিলনাড়ুর ২৩৪ আসনে ভোটগ্রহণ পর্ব চলছে। দক্ষিণের এই রাজ্যে এক দফাতেই সম্পন্ন হবে বিধানসভা ভোট। শেষ মুহূর্তে রাজনৈতিক দল গড়ে নির্বাচনে লড়বার সিদ্ধান্ত বাতিল করলেও এদিন সকাল সকাল নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন রজনীকান্ত। চেন্নাইয়ের থাউস্যান্ড লাইটস বিধানসভার অন্তর্গত স্টেলা ম্যারিস পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন রজনীকান্ত।

এদিন সকালেই ভোট দিয়েছেন অভিনেতা তথা মাক্কাল নিধি মাইয়াম প্রধান কমল হাসান। কমল হাসানের সঙ্গে তাঁর দুই মেয়ে শ্রুতি হাসান এবং অক্ষরা হাসান চেন্নাই হাইস্কুলের বুথে ভোট দিয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনে কোয়েম্বাটুর দক্ষিণ বিধানসভা আসনের প্রার্থী হলেন কমল হাসান।

সপরিবারে ভোট দিলেন দক্ষিণী ছবির পরিচিত মুখ সূর্য। এদিন সাইকেল চালিয়ে ভোট দিতে যান ‘মাস্টার’ তারকা বিজয়। ভিআইপি লাইনে নয়, আম জনতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন ”ভেদলম” তারকা অজিত ও অভিনেত্রী শালিনী। তারকাদের ভোটদান ঘিরে আম জনতার মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়বার মত। বিধানসভা নির্বাচনে কোয়েম্বাটুর দক্ষিণ বিধানসভা আসনের প্রার্থী হলেন কমল হাসান। ভোট দিয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পান চিদম্বরম। শিবগঙ্গা জেলার কান্দানুরে চিত্তল আচি মেমোরিয়াল হাইস্কুলের বুথে ভোট দিয়েছেন চিদম্বরম।

ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ার পর পরই তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক মহলকে চমকে দিয়ে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন ভিকে শশীকলা। ইস্তফাপত্রে শশীকলা লিখেছিলেন, ”আমি কোনদিনই ক্ষমতা ও পদের পিছনে দৌঁড়ায়নি। জয়াদি (জয়ললিতা) যখন ছিলেন তখনও যে কাজ করিনি তা আজও করব না। আমি রাজনীতি ছাড়ছি। আমি প্রার্থনা করব যেন জয়ললিতার পার্টিই জেতে। ওঁর লিগাসি যেন আরও এগিয়ে যায়।”এবার তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচনে ভোটে লড়ছেন মুখ্যমন্ত্রী ইকে পালানিস্বামী, উপ মুখ্যমন্ত্রী ও পন্নিরসিলভম, ডিএমকে প্রধান এমকে স্তালিনের মতো হেভিওয়েটেরা। এদিকে, নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে অভিনেতা কমল হাসানের দল মক্কাল নিধি মাইয়ামও।কেরালা বিধানসভার ত্রিমুখী লড়াইয়ে সামিল সিপিএম নেতৃত্বাধীন এলডিএফ, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ এবং গেরুয়া বাহিনী। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর রাজ্যের নথিভুক্ত ২ কোটি ৭৪ লাখ ৪৬ হাজার ০৩৯ জন ভোটার ৬ এপ্রিল জানাবেন তাদের মত। এর মধ্যে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১ কোটি ৪১ লাখ ৬২ হাজার ০২৫। পুরুষ ভোটার ১ কোটি ৩২ লাখ ৮৩ হাজার ৭২৪ জন। এছাড়াও ২৯০ জন রূপান্তরকামী ভোটার ভোট দেবেন কেরালায়।

নির্বাচনী লড়াইতে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী পিনারাই বিজয়ন ছাড়াও যে হেভিওয়েটদের লড়াইয়ে নজর থাকবে দেশের তারা হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমান চান্ডি, কেরালার কংগ্রেস প্রধান জোসে কে মানি, কেজি আলফোনস, সুরেশ গোপী প্রমুখ। ভোটপূর্ব সমীক্ষার ফলে লাল ঝড়ের ইঙ্গিত মিললেও কেরালাবাসী কার পক্ষে মত দেবেন তা জানা যাবে ২মে গণনার পর। কেরালা বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার ৭১। সকাল সকাল ভোট দিয়েছেন কেরলের পালাক্কড় আসনের বিজেপি প্রার্থী ”মেট্রোম্যান” ই শ্রীধরণ। পন্নানির একটি বুথে ভোট দিয়েছেন ই শ্রীধরণ। কেরলের বিজেপির জয়ের বিষয়ে তিনি আশাবাদী। ই শ্রীধরণ জানিয়েছেন, ’এবার বিজেপির দুর্দান্ত ফল হবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমি বড় ব্যবধানে পালাক্কড় আসনে জয়ী হবে।সকালেই ভোট দিয়েছেন পুদুচেরি বিজেপির সভাপতি এবং লাওসপেট বিধানসভা আসনের প্রতি ভি সামিনাথন।অসম বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ মঙ্গলবার সকাল সাতটায় শুরু হয়। নির্ধারিত সময় সকাল সাতটা থেকে সমগ্র রাজ্যের সাথে গুয়াহাটিতেও ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে সকাল সকাল ভোট দিতে পড়েছে লম্বা লাইন। যাবতীয় করোনা বিধি মেনে সকাল থেকেই চলেছে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে ভোটের লাইনে দাঁড়ালেও বয়স্কদের লাইনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি। ভোটকেন্দ্রে গিয়ে বয়স্করা তাড়াতাড়ি ভোট দিতে পেরেছেন। নির্বিঘ্নেই চলেছে ভোটদান প্রক্রিয়া।কোভিড পরিস্থিতিতে যাবতীয় নিয়ম মেনে ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। ভোটকেন্দ্রে মাস্ক ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা রাখা ছিল। নির্দিষ্ট দূরত্ব বিধি মেনে ভোটারদের লাইন দিতেও দেখা গেছে। বুথ কর্মীরা থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তার পর ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ভোটারদের দেওয়া হয়েছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও গ্লাভস।

তৃতীয় দফার ভোট ১২টি জেলার ৪০টি আসনে হয়েছে। মোট ৩৩৭ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় করবেন মোট ৭৯,১৯,৬৪১ জন ভোটার। এঁদের মধ্যে ৪০,১১,৫৩৯ জন পুরুষ, ৩৯,০৭,৯৬৩ জন মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১৩৯ জন।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ২,০৫৮ জন

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): ফের রাজ্য জুড়ে বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ২,০৫৮ জন। মঙ্গলবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী রাজ্যে নতুন করে ২, ০৫৮ জন আক্রান্ত হওয়ার ফলেমোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,৯৭,৬৩৪ জন। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। যার জেরে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১০,৩৫৫ জন। একদিনে সুস্থ হয়েছেন ৭২২ জন। যার জেরে রাজ্যে মোট সুস্থতার সংখ্যা ৫,৭৪,৫০৪। ফলে রাজ্যে সুস্থতার হার হল ৯৬.১৩ শতাংশ। এখনও পর্যন্ত মোট করোনা টেস্ট হয়েছে ৯৩,৩৩, ৮০১ তিন। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা টেস্ট হয়েছে ২৯,৩৯৪।

আন্দোলনের নামে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত না হতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জেলাশাসকের

শিলচর (অসম), ৬ এপ্রিল (হি.স.) : শিলচরে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কলেজগুলোর শিক্ষার্থীরা সেমিস্টার পরীক্ষা অনলাইনে করার জোরালো দাবিতে গত কয়েকদিন ধরে বিক্ষোভ পালন করছেন। দেশজুড়ে করোনার দ্বিতীয় ওয়েবের প্রভাব আবারও ছড়িয়ে পড়ছে। তাই এমন পরিস্থিতিতে সেমিস্টার পরীক্ষা অফলাইনে আয়োজিত হলে ছাত্রছাত্রীরা কোভিড ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন বলে তীব্র আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন তাঁরা।

এদিকে কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি উদ্বেগ প্রকাশ করে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত করে জেলাশাসক কীর্তি জল্লি বলেন, অনলাইন বা অফলাইনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে কিনা তা নির্ভর করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সিদ্ধান্তের উপর।

কীর্তি জল্লি বলেন, “অফলাইন বা অনলাইনে পরীক্ষা হবে কি না, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আমার আওতায় আসে না এবং আমরা যা করতে পারি তা হল, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সামনে শিক্ষার্থীদের কথা তুলে ধরতে পারি।”

উল্লেখ্য সোমবার কাছাড় জেলাশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, কাছাড় জেলার সমস্ত কলেজের অধ্যক্ষ এবং কয়েকজন ছাত্র প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতভাবে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সে অনুসারে নির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী পরীক্ষা অফলাইনে পরিচালিত হবে।

জেলাশাসক কীর্তি জল্লি বলেন, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং পরীক্ষার বিষয়বস্তু সাধারণত ইউজিসির নির্দেশিকা অনুযায়ী চলে। পরীক্ষার বিষয়ে জেলা প্রশাসন হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তিনি আরও বলেন, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অন্যান্য রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও সম্ভবত অফলাইনে পরীক্ষা গ্রহণ করেছিল যা আসাম বিশ্ববিদ্যালয় অনুসরণ করছে।

কোভিড ঝুঁকি প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ নিয়ে জেলাশাসক কীর্তি জল্লি বলেন, পরীক্ষার হল-এ প্রবেশের আগে শিক্ষার্থীদের স্ক্রিনিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হবে। তবে পরীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত তাঁর ক্ষমতার পরিধির বাইরে। তাই জেলাশাসক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অনুরোধ করে আন্দোলনের নামে কোনও হিংসার আশ্রয় না নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে ছাত্রদের প্রতিবাদ কর্মসূচি প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানান। জেলাশাসক সবাইকে তাঁদের আসন্ন পরীক্ষার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

গুয়াহাটিতে তৃতীয় তথা অন্তিম দফার ভোটে ব্যাপক উৎসাহ, ইভিএমে বন্দি পাঁচ মন্ত্রীর ভাগ্য

গুয়াহাটি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : ২১-এর অসম বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ মঙ্গলবার সকাল সাতটায় শুরু হয়। নির্ধারিত সময় সকাল সাতটা থেকে সমগ্র রাজ্যের সাথে গুয়াহাটিতেও ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে সকাল সকাল ভোট দিতে পড়েছে লম্বা লাইন। যাবতীয় করোনা বিধি মেনে সকাল থেকেই চলেছে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে ভোটের লাইনে দাঁড়ালেও বয়স্কদের লাইনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি। ভোটকেন্দ্রে গিয়ে বয়স্করা তাড়াতাড়ি ভোট দিতে পেরেছেন। নির্বিঘ্নেই চলেছে ভোটদান প্রক্রিয়া।

কোভিড পরিস্থিতিতে যাবতীয় নিয়ম মেনে ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। ভোটকেন্দ্রে মাস্ক ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা রাখা ছিল। নির্দিষ্ট দূরত্ব বিধি মেনে ভোটারদের লাইন দিতেও দেখা গেছে। বুথ কর্মীরা থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তার পর ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ভোটারদের দেওয়া হয়েছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও গ্লাভস।

তৃতীয় দফার ভোট ১২টি জেলার ৪০টি আসনে হয়েছে। মোট ৩৩৭ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় করবেন মোট ৭৯,১৯,৬৪১ জন ভোটার। এঁদের মধ্যে ৪০,১১,৫৩৯ জন পুরুষ, ৩৯,০৭,৯৬৩ জন মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১৩৯ জন।

কামরূপ মহানগর জেলার চারটি বিধানসভা ক্ষেত্রে মোট ১১,৫৩, ৪৫৫ জন ভোটার রয়েছেন। তৃতীয় দফার নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক ভোটার রয়েছেন কামরূপ মহানগরের অন্তর্গত ৫২ নম্বর দিশপুর আসনে। সেখানে ৬০৭টি ভোট কেন্দ্রে রয়েছেন ৪,১১,৬৩৬ জন ভোটার। সর্বনিম্ন ভোটার সংবলিত বিধানসভা ক্ষেত্রে বাকসা জেলার চাপাগুড়ি। চাপাগুড়িতে ২৩৬টি ভোট কেন্দ্রে রয়েছেন ১, ৫৯,২৫৭ জন ভোটার।

গুয়াহাটির চারটি বিধানসভা ক্ষেত্রের মধ্যে ৫১ নম্বর জালুকবাড়ি আসনে রয়েছেন ২, ০৪,৬৯১ জন ভোটার। ৫২ নম্বর দিশপুরে ৪,১২,১১৪ জন ৫৩ নম্বর পূর্ব গৌহাটিতে ২,৩৯,৫৮৭ জন এবং ৫৪ নম্বর পশ্চিম গৌহাটি আসনে রয়েছে ২,৯৭,০৬৩ জন ভোটার। তৃতীয় দফায় কয়েকজন হেভিওয়েট প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন পাঁচ মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, প্রমিলারানি ব্রহ্ম, চন্দন ব্রহ্ম, ফণীভূষণ চৌধুরী, বিজেপির অসম প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস, ভোজপুরী কুইন কল্পনা পাটোয়ারি, পরমানন্দ রাজবংশী প্রমুখ।

স্মৃতি ইরানি রোড শো তে জমজমাট সিউড়ি মনোনয়ন

সিউড়ি , ৬ এপ্রিল (হি. স.) : ‘দিদি যেভাবে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে চিঠি লিখে লিখে সাহায্যে কথা বলছেন তাতেই নিশ্চিত তৃণমূল সরকার যাচ্ছে’, সিউড়িতে এসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি এই ভাবেই তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করলেন। তার দাবি, ‘তৃণমূল যাচ্ছে, বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।’

মঙ্গলবার বীরভূমের ৪ বিধানসভা কেন্দ্র সিউড়ি, দুবরাজপুর, ময়ূরেশ্বর এবং সাঁইথিয়ার বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়াকে উপলক্ষ করে সিউড়িতে পা রাখেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। তিনি প্রথমে কপ্টারে সিউড়ি বেনীমাধব স্কুল ময়দানে অবতরণ করেন।এদিন সার্কিট হাউস মোড় থেকে বিশাল শোভা যাত্রা শুরু হয়। রঙিন বেলুন, ফুল দিয়ে সাজিয়ে হুড খোলা গাড়ি তে সিউড়ির বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দুবরাজপুরের প্রার্থী অনুপ সাহা কে পাশে নিয়ে স্মৃতি ইরানি শোভাযাত্রার অংশ নেন।গাড়ি থেকে জনতার উদ্দেশ্যে ফুল ছুঁড়তে থাকেন স্মৃতি। সকাল থেকেই চারটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে হাজার হাজার বিজেপি কর্মী ট্রাক বাসে সিউড়ি পৌছয়। শোভাযাত্রায় বীরভূমের লোক সংস্কৃতি অঙ্গ হিসাবে ঢোল, ঘোড়া নাচ, তাসা বাজনা, আদিবাসী নৃত্য, মত বহু আয়োজনে জমজমাট রোড শো দেখতে আমজনতার উৎসাহ ছিল নজরকাড়া।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে রোড শোতে ছিলেন সাঁইথিয়া বিধানসভার প্রার্থী প্রিয়া সাহা, ময়ূরেশ্বর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্যামপদ মন্ডলও। তারপর রোড শোয়ের মধ্য দিয়ে প্রার্থীদের নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য জেলাশাসকের দপ্তরে দিকে রওনা দেন চার প্রার্থী। রোড শো চলাকালীন বেণীমাধব মোড়ে কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে স্মৃতি ইরানি বলেন, ‘বাংলা থেকে তৃণমূল যাচ্ছে, বিজেপি আসছে।’এর পাশাপাশি এদিন তার বক্তব্যে উঠে আসে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরিবেশ। তিনি বলেন, “বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বীরভূমের তৃণমূল গুন্ডারা যেভাবে সাধারণ মানুষকে নিজেদের সাংবিধানিক অধিকার ভোটদান থেকে বিরত করেছিল তা আর এবার হবে না। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে।”

এদিন মনোনয়ন জমা দিয়ে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ’সিউড়ি বাম আমল থেকে বঞ্চিত। কারন বার বার সিউড়ি বাইরের লোক প্রার্থী হয়েছে ফলে সিউড়ি উন্নয়ন কোন কিছুই হয় নি। তাই সিউড়ি ছেলে সিউড়ির জন্য লড়াই এ নেমেছে।’ পাশাপাশি এদিন দুবরাজপুর ব্লকের লোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরবেড়া গ্রামের এক বিজেপি কর্মীর রহস্যজনক মৃত্যুর প্রসঙ্গও উঠে আসে তার বক্তব্যে। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “যারা আমাদের কর্মীদের রক্ত নিয়ে খেলা করছে তারা সবাই শ্রীঘরে যাবেন বিজেপি সরকারে আসার পর।”পাশাপাশি এদিন বোলপুর মহকুমা শাসকের দফতরে মনোনয়ন পত্র জমা দেন বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গাঙ্গুলী, বিশ্বজিৎ মন্ডল, তারক সাহা।অন্যদিকে রামপুরহাট মহকুমা শাসকের দফতরে মনোনয়ন পত্র জমা দেন শুভাশীষ চৌধুরী, নিখিল চট্টোপাধ্যায়, তাপস যাদব। হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

তামিলনাড়ুতে মহা-উৎসাহে ভোটগ্রহণ শান্তিতেই ভোটদান কেরল ও পুদুচেরিতে

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): মহা-উৎসাহের সঙ্গেই বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হল দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তামিলনাড়ুতে। সোমবার সকাল সাতটা থেকে তামিলনাড়ুতে শুরু হয় ভোটগ্রহণ। দুপুর একটা পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে ভোট পড়ে ৩৯ শতাংশ। রাজনৈতিক নেতা থেকে তারকা-সকলেই উৎসাহের সঙ্গে গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হয়েছেন। এদিনই কেরল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতেও বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়েছে। দুপুর একটা পর্যন্ত কেরল ও পুদুচেরিতে যথাক্রমে ৪৭.২৮ শতাংশ ও ৫৩.৭৬ শতাংশ ভোট পড়ে। তামিলনাড়ুতে মোট বিধানসভা আসনের সংখ্যা ২৩৪ (এসসি-৪৪ এবং এসটি-২), কেরলে বিধানসভা আসনের সংখ্যা ১৪০ (এসসি-১৪ এবং এসটি-২) এবং পুদুচেরিতে মোট আসন সংখ্যা ৩০ (এসসি-৫ এবং এসটি আসন নেই)। দুই রাজ্য তামিলনাড়ু ও কেরল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এক দফাতেই সম্পন্ন ভোটগ্রহণ। তামিলনাড়ুতে বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৪ মে, কেরল বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ১ জুন। তামিলনাড়ু ও কেরলে ভোটের ফল ঘোষণা হবে আগামী ২ মে। ওই দিনই পুদুচেরিতেও ভোটের ফল ঘোষণা হবে।

তামিলনাড়ু

সকাল সকাল নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তামিল সুপারস্টার রজনীকান্ত। চেন্নাইয়ের থাউস্যান্ড লাইটস বিধানসভার অন্তর্গত স্টেলা ম্যারিস পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন রজনীকান্ত। সকালেই ভোট দিয়েছেন অভিনেতা তথা মাক্কাল নিধি মাইয়াম প্রধান কমল হাসান। কমল হাসানের সঙ্গে তাঁর দুই মেয়ে শ্রুতি হাসান এবং অক্ষরা হাসান চেন্নাই হাইস্কুলের বুথে ভোট দিয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনে কোয়েম্বাটুর দক্ষিণ বিধানসভা আসনের প্রার্থী হলেন কমল হাসান। ভোট দিয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পান চিদম্বরম। শিবগঙ্গা জেলার কান্দানুরে চিত্তল আচি মেমোরিয়াল হাইস্কুলের বুথে ভোট দিয়েছেন চিদম্বরম। শিবগঙ্গা জেলায় তিরুপ্পাথুরের পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা কার্তি চিদম্বরম। এড্ডাপাড়ির সিলুভাম্পালায়মের পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ই কে পালানিস্বামী।

চেন্নাইয়ের সিয়েট কলেজের পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন ডিএমকে প্রেসিডেন্ট এম কে স্ট্যালিন, তাঁর স্ত্রী দূর্গা এবং ছেলে উদয়নিধি স্ট্যালিন। স্ট্যালিন জানিয়েছেন, ’এবারের ভোট রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে।’ স্ট্যালিন-পুত্র উদয়নিধি আবার বিপুল পরিমানে ভোট দেওয়ার জন্য জনগণকে অনুরোধ করেছেন।

তামিলনাড়ুর থেনি জেলার পেরিয়াকুলামে নিজের ভোট দিয়েছেন তামিলনাড়ুর উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও পন্নীরসেলভম। এদিন সাংবাদিকদের পন্নীরসেলভম জানিয়েছেন, ’সমস্ত এনডিএ প্রার্থী নির্বাচনে জয়লাভ করবে। তৃতীয়বারের জন্য তামিলনাড়ুতে সরকার গড়তে চলেছে এআইএডিএমকে।’ চেন্নাইয়ের ভিরুগামবাক্কামের একটি পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল ও পুদুচেরির লেফটেন্যান্ট গভর্নর তামিলিসাই সৌন্দররাজন।

দক্ষিণী তারকাদের ভোট

আমজনতার সঙ্গেই লাইনে দাঁড়িয়ে কমল হাসান ও তাঁর দুই মেয়ে শ্রুতি হাসান এবং অক্ষরা হাসান চেন্নাই হাইস্কুলের বুথে ভোট দিয়েছেন। থিরুভানামিয়ুরের একটি পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন দক্ষিণী অভিনেতা অজিত কুমার ও তাঁর স্ত্রী শালিনী। চেন্নাইয়ের নীলানকারাইয়ে ভেল ইন্টারন্যাশনাল প্রি স্কুল পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে ভোট দিতে যান তামিল অভিনেতা বিজয়।

কেরল

সকাল সকাল ভোট দিয়েছেন কেরলের পালাক্কড় আসনের বিজেপি প্রার্থী ”মেট্রোম্যান” ই শ্রীধরণ। পন্নানির একটি বুথে ভোট দিয়েছেন ই শ্রীধরণ। কেরলের বিজেপির জয়ের বিষয়ে তিনি আশাবাদী। ই শ্রীধরণ জানিয়েছেন, ’এবার বিজেপির দুর্দান্ত ফল হবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমি বড় ব্যবধানে পালাক্কড় আসনে জয়ী হবে। কান্নুরের একটি পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। কোঝিকোড়ের মোডাককাল্লুরে ভোট দিয়েছেন কেরল বিজেপির সভাপতি কে সুরেন্দ্রণ। কান্নুরে ভোট দিয়েছেন কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজা।

তিরুবনন্তপুরমের জাগাথিতে সরকারি হাইস্কুলের বুথে ভোট দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা এ কে অ্যান্টনি। তিরুবনন্তপুরমেরই একটি পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা শশী থারুর। তিরুবনন্তপুরমেরউল্লোরের একটি বুথে ভোট দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি মুরলীধরন।

পুদুচেরি

সকালেই ভোট দিয়েছেন পুদুচেরি বিজেপির সভাপতি এবং লাওসপেট বিধানসভা আসনের প্রতি ভি সামিনাথন। ভোট দিয়েছেন পুদুচেরির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ভি নারায়ণস্বামী।

মোদী মিথ্যাবাদী দুর্যোধন, দুঃশাসন মাথাভাঙার নির্বাচনী সভায় তৃণমূল নেত্রী

মাথাভাঙা, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : কোচবিহারের ভোটের অন্যতম ইস্যু নারায়ণী ব্যাটেলিয়ান। মঙ্গলবার কোচবিহারের মাথাভাঙায় নির্বাচনী সভা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরাসরি ‘মিথ্যাবাদী’ বলে আক্রমণ করলেন। মঙ্গলবার সভা মঞ্চ থেকে এই দাবি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু’টি কাগজ তুলে ধরেন। জানান, এগুলি নারায়ণী ব্যাটেলিয়ান নিয়ে তথ্য জানার অধিকারে করা প্রশ্নের উত্তর।

ভোটের ঠিক আগে পশ্চিবঙ্গ পুলিশের ৩ টি নতুন ব্যাটেলিয়ান তৈরি হয়। তার অন্যতম কোচবিহারবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবি ‘নারায়ণী ব্যাটেলিয়ান’। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনও নারায়ণী ব্যাটেলিয়ান তৈরি হয়নি। এমনকী তার পরিকল্পনাও করা হয়নি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহার জেলায় রাজবংশী ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে শুরু হয়েছে তৃণমূল-বিজেপির তরজা। একটি ভাইরাল আরটিআই (তথ্যের অধিকার আইন) কপি নিয়ে তৃণমূল এবং বিজিপির মধ্যে চলছে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ। তৃণমূলনেত্রী দাবি করেন, কোনও কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যেই নারায়ণী ব্যাটেলিয়ান তৈরির কোনও পরিকল্পনা নেই, তা পরিষ্কার লিখিত উত্তরে জানানো হয়েছে। এর পরই প্রধানমন্ত্রীকে মিথ্যাবাদী দুর্যোধন, দুঃশাসন বলে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। কোচবিহার জেলার রাজবংশী ভাবাবেগ কাজে লাগাতে প্রত্যেকটি নির্বাচনের আগে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে রাজনৈতিক দলগুলি। গত লোকসভা নির্বাচনে রাজবংশী ভোটব্যাঙ্ক ঠিক রাখতে বিজেপির পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল রাজবংশীদের জন্য নারায়ণী সেনা গঠন করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতির পর দু’বছর পেরিয়ে গেলেও নারায়ণী সেনা গঠন হয়নি। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নারায়ণী ব্যাটেলিয়ান তৈরি করা হয়েছে।

কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় সোশ্যাল মিডিয়ায় এই আরটিআই এর কপি পোস্ট করেন। তাঁর দাবি, অসমের একজন অধ্যাপক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে একটি আরটিআই করেন। তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে জানতে চান, ভারতীয় সেনায় নারায়ণী রেজিমেন্ট তৈরি করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না? নারায়ণী সেনা রেজিমেন্ট তৈরির বিষয়ে কেউ কোনও দিন প্রস্তাব করেছে কি না, আদতেও এধরনের করা সম্ভব কি না? এর উত্তর জানানো হয়েছে, কেউ কোনও প্রস্তাব কখনও দেয়নি? এ ধরনের কিছু পরিকল্পনা নেই।

পাহাড়ের ভোটের প্রভাব সমতলেও বিক্ষিপ্ত ঘটনা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। মঙ্গলবার মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই এডিসি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তবে, কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। সাব্রুম সংযোজন ঃ শিলাছড়ি মনু বনকূল কেন্দ্রে জোট শরিক বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন আইপিএফটি প্রার্থী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। জোট ধর্ম দিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।২৮ নং শিলাছড়ি মনুবনকুল কেন্দ্রের আইএনপিটি দলের প্রার্থী ধনসেন ত্রিপুরাকে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা মারধর করেছে বলে অভিযোগ। উত্তর বিজয়পুর ৯/১০ নাম্বার বুথের নিরাপত্তা কর্মীদের সামনেই এই আক্রমণের ঘটনা ঘটে। দুস্কৃতিদের আক্রমনে আইএনপিটি দলের প্রার্থী ধনসেন ত্রিপুরা,তার নির্বাচনী এজেন্ট সুরজিৎ মারাক ও তার দুই দেহরক্ষী আহত হন।প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের পুলিশ স্টেশনে নির্ধারিত স্থানে বসতে না দেওয়ার অভিযোগ পেয়ে ধনসেন ত্রিপুরা ঐ বুথে যান। তখনই বিজেপির দুস্কৃতিরা তাদের উপর আক্রমন করে।বর্তমানে তারা সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিষয়টি তিনি নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা রিটার্নিং অফিসারকে জানালেও কোন পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন আইপিএফটি দলের প্রার্থী।পুলিশ প্রশাসনও ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।আক্রান্ত আইপিএফটি প্রার্থী বিষয়টি দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নজরে এলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। উদয়পুর সংযোজন ঃ ২২ মির্জা-কাঠালিয়া-রাজাপুর কেন্দ্রে মোট ভোটের হার ৮৮.১১। এই কেন্দ্রের ৩নংবুথ-চন্দ্র কালাপানিয়া এস বি স্কুল ,১০-থলিবাড়ি এইচ এস স্কুল নর্থ ,১১-থলিবাড়ি এইচ এস স্কুল সাউথ ,১২-রঘুনাথ ডেটা এস বি স্কুল,১৩-ঠান্ডা কুমার চৌধূরীপাড়া এস বি স্কুল , ২১-দশরথ বাড়ি ভিলেজ কমিটি অফিস ,২২-কালকেতু ঈশান চন্দ্র চৌধূরী পাড়া এস বি স্কুল , ২৭-ওয়াঙছড়া হাই স্কুল ,
২৮-রতন মনি রোয়াজা পাড়া এস বি স্কুল , ৩০-নিশি কুমার মোরাসিং পাড়া এইচ এস স্কুল,৩২-তাকমা পাড়ি কলোনি হাই স্কুল , ৩৪-বীরচন্দ্র শহীদ স্মৃতি বিদ্যামন্দির পশ্চিম অংশ ,৩৫-বীরচন্দ্র শহীদ স্মৃতি বিদ্যামন্দির -পূর্ব পশ্চিম অংশ ,৩৭-দুরগাই মগ বাড়ি জে বি স্কুল পশ্চিম ,৩৯-শচীন্দ্র গুরু পাড়া হাই স্কুল উত্তর অংশ ,৪০-শচীন্দ্র গুরু পাড়া হাই স্কুল দক্ষিণ পশ্চিম অংশ, ৪৩- মধ্য টিলা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার,৪৮-দক্ষিণ বুরাঘাট এস বি স্কুল পূর্ব অংশ ,৪৯ দক্ষিণ বুরাঘাট এস বি স্কুল পশ্চিম অংশ ,৫০- দক্ষিণ রানী ভিলেজ কমিটি , ৫৪-সাধুরাম রিয়াং বাড়ি হাই স্কুল পূর্ব অংশ ,৫৫-সাধুরা রিয়াং বাড়ি হাই স্কুল পশ্চিম অংশ - এই বাই কেন্দ্রে সি পি এম এবং আই পি এফ টি বিভিন্ন অভিযোগে রিটার্নিং অফিসার তথা উদয়পুরের এস ডি এম অনিরুদ্ধ রায়ের নিকট পুন ভোটের আর্জি জানিয়েছেন।

নতুনবাজার সংযোজন ঃ নূতন বাজারে বিজেপি দলের আশ্রিত একাংশ দুর্বৃত্তদের আস্ফালনে এডিসি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব প্রহসনে পরিণত হয়েছে।নতুন বাজার বালিকা বিদ্যালয়ে ভোট দিতে আসা এক মহিলার ওপর আক্রমণ চালায় দুর্বৃত্তরা। বিজেপি দলের ক্যাডারদের বাঁধা উপেক্ষা করে ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিল সন্ধ্যা দেবনাথ (৪০) নামে সুকান্ত কলোনীর এক মহিলা। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বিজেপি দলের আশ্রিত দুর্বৃত্তরা। ভোটের লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় পুলিশের সামনেই ওই মহিলার উপর আক্রমন করা হয়। মহিলা ও তার ভাইকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হয় নি। পাশাপাশি তাদের প্রানে মারার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন আক্রান্ত মহিলার ভাই সুশীল দেবনাথ। পরবর্তী সময় তারা নূতন বাজার থানার দারস্থ হলেও পুলিশের কাছ থেকে তেমন কোন সহযোগিতা পাওয়া যায় নি বলে অভিযোগ। আক্রান্ত মহিলার ভাই সুশীল দেবনাথ সংবাদ মাধ্যমকে জানান যে, তিনি সকালে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে আসলে বিজেপি দলের একাংশ কার্যকর্তা তার পথ আটকে দাঁড়ায়। তারা নাকি বলে দেয় তার ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। তখনকার মত সে বাড়ি ফিরে গেলেও দুপুরের দিকে বড় বোনকে নিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য নতুন বাজার বালিকা বিদ্যালয়ে আসলে আবারো বিজেপি দুর্বৃত্তরা তাকে ভোটের লাইন থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে। বোন সন্ধ্যা দেব নাথ তাদের বাধা দেওয়াকে উপেক্ষা করে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য লাইনে গিয়ে দাঁড়ালে অতর্কিত ভাবে তার ওপর হামলা চালায় বাবলু সাহা এবং আপন দেবনাথ নামে বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্ত।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

কুমারঘাট সংযোজন ঃ শুক্রবার সকাল থেকেই এডিসির ২৮ টি আসনে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনার খবর মিলেছে। বিভিন্ন এলাকায় বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, ইভিএম মেশিন ভাঙচুর, ভোটকেন্দ্রে হামলা, আসবাবপত্র ভাঙচুর, সরকারি সম্পদ নষ্ট করে দেওয়া সহ নানা ঘটনার খবর মিলেছে।কুমারঘাট মহকুমার পেচারথল তহশীল ভোট কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শান্তনা চাকমা।সকাল থেকেই আমতলী গোলাঘাটি কেন্দ্রের ধরিয়াতল হাই স্কুল বুথে তিপরা দল ও বিজেপির আইপিএফটি জোটের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে। শাসক জোট এবং ত্রিপরা জোট ভোটগ্রহণের সকাল থেকেই রীতিমতো সম্মুখ সমরে।খোয়াই জেলার রামচন্দ্র ঘাট কেন্দ্রের ১২/২৪ নং বুথে ইভিএমে ত্রিপুরা দলের প্রতীক চিহ্ন আনারস অস্পষ্ট থাকায় ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়।দেড় ঘন্টা বন্ধ থাকে ভোট গ্রহণ।পরবর্তী সময়ে পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পুনরায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়।এ ধরনের কার্যকলাপ কিরে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।যুব রাজনগর ব্লকের করমছড়া ভোট কেন্দ্রের মধুপুর এডিসি ভিলেজের মধুবন কে সি পাড়া জুনিয়র বেসিক স্কুল বুথে বেলা দশটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৩৯ শতাংশ। সাইপুই বাউল হালাম পাড়া জুনিয়র বেসিক স্কুল বুথে সকাল ১০ টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৪২ শতাংশ।বালি ধুম এডিসি ভিলেজে বালি ধুম সিরিয়াল বেসিক স্কুল বুথে বেলা দশটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৩৫ শতাংশ।বালি ধুম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বুথে বেলা দশটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৩০ শতাংশ।

বিশালগড় সংযোজন ঃ ভোট রিগিং করতে গিয়ে আক্রান্ত যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি নবাদুল বনিক, ঘটনা ১৯ আমতলী গোলাঘাটি কেন্দ্রের ধরিয়াথলে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোলাঘাটি কেন্দ্রে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে। তবে এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতারের সংবাদ নেই।ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আমতলী গোলাঘাটি কেন্দ্রের চরিলাম বিধানসভার অধীন ধরিয়াতল বুথ কেন্দ্রে।এখানে বিজেপি ও ত্রিপরা মথার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ভাঙচুর করা হয়েছে প্রিসাইডিং অফিসারের টেবিলসহ স্কুলের দরজা-জানালা আসবাবপত্র। অভিযোগের ত্রিপরা মাথর দিকে।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকায় নিরাপত্তাকর্মীরা শূন্যে গুলি চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এখানে ইভিএম মেশিন ও ভাঙচুরের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ।২১ নং মহারানী চেলাগাং কেন্দ্রের ৩৬ নং বুথের ভোটাররা সকাল থেকে ভোট বয়কট করেন। ভোটারদের অভিযোগ শাসক দলের কর্মী সমর্থকরা এলাকার সাধারন ভোটারদের ভোট না দেওয়ার জন্য হুমকি দিয়েছে। এদিকে ধরনের অগণতান্ত্রিক কাজকর্মের প্রতিবাদ জানিয়ে এলাকার সর্বস্তরের ভোটাররা ভোট বয়কট এর ডাক দেন। ঘটনার খবর পেয়ে অমরপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ছুটে আসেন। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সমস্ত ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন। সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর ভোটাররা ভোট দিতে রাজি হন। সকাল ৯ টা থেকে এখানে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। তবে এখনো এলাকার পরিস্থিতি থমথমে।২৭পূর্ব মুহুরীপুর-ভুরাতলি কেন্দ্রে রতনপুরে ভোটারদের বাধা দিতে গিয়ে তোপের মুখে আহত হয় মুহুরিপুরের বিজেপি হার্মাদ রবীন্দ্র গোপ। পূর্ব মুহুরিপুর কেন্দ্রের শিবপুর ৫ এবং ৬ নং বুথ এলাকার রতনপুর বাজারে দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণে চারজন পথচারী আহত হয়েছেন।পূর্ব মুহুরিপুর ভুরাতলী ভোটকেন্দ্রের ১২ নং গলাচিপা স্কুল বুথে সকাল থেকেই আইপিএফটি ,সিপিএম, ত্রিপরা মথার কোন পোলিং এজেন্ট ছিল না।

এডিসি নির্বাচনে এক কেন্দ্রের দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কমল কলই এবং গীতা জমাতিয়া। তেলিয়ামুড়া থেকে তোলা নিজস্ব ছবি।

অসমে শেষ দফার ভোট পড়েছে ৮২.২৮ শতাংশ বাড়বে হার

গুয়াহাটি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে তৃতীয় তথা শেষ দফার নির্বাচনে এই খবর লেখা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৮২.২৮ শতাংশ। এই হার আরও বাড়বে। কেননা, এখনও পুরো তথ্য পাওয়া যায়নি, জানিয়েছে রাজ্য নির্বাচন দফতর।

পঞ্চদশ অসম বিধানসভার তৃতীয় তথা অন্তিম দফার নির্বাচনে ১২টি জেলার ৪০টি আসনে মোট ৭৯,১৯,৬৪১ ভোটার ৩৩৭ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। মোট ভোটারের মধ্যে ৪০,১১,৫৩৯ জন পুরুষ, ৩৯,০৭,৯৬৩ জন মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১৩৯ জন। এছাড়া প্রবাসী ভারতীয় ভোটার রয়েছেন দুজন এবং সার্ভিস ভোটার ২৬,৪৬০ জন। সকাল ৭.০০টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ, চলবে সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত। মোট ভোটারের মধ্যে ৪০,১১,৫৩৯ জন পুরুষ, ৩৯,০৭,৯৬৩ জন মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১৩৯ জন। এছাড়া প্রবাসী ভারতীয় ভোটার রয়েছেন দুজন এবং সার্ভিস ভোটার ২৬,৪৬০ জন। তৃতীয় দফায় কয়েকজন হেভিওয়েট প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন পাঁচ মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, প্রমিলারানি ব্রহ্ম, চন্দন ব্রহ্ম এবং ফণীভূষণ চৌধুরী।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, প্রশাসনের কঠোর পরিশ্রমে শান্তিপূর্ণ ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তাতে স্পষ্ট, এডিসি-ও এখন থেকে নতুন ধারায় এগিয়ে চলেছে। সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ-এর প্রতি বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখতে পেয়েছে। তাঁর বিশ্বাস, আগামী দিনে এডিসি থেকে সিপিএম-এর অপসংস্কৃতি মুছে দেওয়া সম্ভব হবে। সাথে তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, তিপ্রা মথা এবং সিপিএম গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তাই, বিভাজন তৈরির উদ্দেশ্যে তারা ষড়যন্ত্র করেছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, প্রশাসনের একাংশের ভূমিকা অগণতান্ত্রিক ছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানানো হবে।

আজ বিজেপি-র প্রদেশ প্রধান মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে, তাতে তিপ্রা মথা ও সিপিএম-এর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছি। তাঁর দাবি, ষড়যন্ত্র অনেক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বিফল হয়েছে। প্রশাসনের দৃঢ়চেতা মনোভাব সমস্ত ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সহায়তা করেছে। সাথে যোগ করেন, ইচ্ছে করলেই আক্রমনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেন বিজেপি কর্মীরা। কিন্তু শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য বিজেপি কর্মীরা অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা সংযম রেখেছেন।

তিনি জানান, আমতলি-গোলাঘাটি কেন্দ্রের অধীন ধরিয়াথল এলাকায় বিজেপি কর্মী সুখরঞ্জন দেববর্মাকে মারধর ও তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। অমরেন্দ্রনগরে তিপ্রা মথা এবং সিপিএম-এর দুষ্কৃতীরা বিজেপি-র পোলিং এজেন্টকে বুথে ঢুকতে দেয়নি। তিনি আরও জানান, কাঠালিয়া-মির্জা কেন্দ্রে তিপ্রা মথা বুথ দখলের চেষ্টা করেছে। সাব্রুমের ভুরাথলি এলাকায় সিপিএম ব্যাপক সন্ত্রাস করেছে। এখানেই শেষ নয়, মহারানি-চেলাগাং কেন্দ্রে তিপ্রা মথা-র সমর্থকরা বিজেপি কর্মীর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। সুব্রতবাবু বলেন, সমস্ত ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষ বিজেপি-আইপিএফটি জোটের পক্ষে ভোট দিয়েছে। আগামী ১০ এপ্রিল ভোটের ফলাফলে তার প্রমাণ মিলবে।

বেতনভোগীরা

● প্রথম পাতার পর

নেটিজেনরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বইছে। শিখা শর্মার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন নেটিজেনরাও।

এ-বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে শিখা শর্মা বলেন, আমার বক্তব্যের সঠিক অর্থ বোঝার জন্য আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তবে তার আগে শহিদ শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

করোনা

● প্রথম পাতার পর

অনুযায়ী, তুলনামূলকভাবে বেশি সংক্রামক এই ভেরিয়েন্ট। যার ফলে ভারতের ১৮টি রাজ্যের পর পাড়ি দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও। শুধু তাই নয়, ভ্যাকসিন গ্রহণ করা কোনও ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধের পর্দাও কিছুটা হলে ভাঙতে সক্ষম এই নয়া ভেরিয়েন্ট। আগেই করোনা হয়েছে, এমন ব্যক্তিও আবার আক্রান্ত হতে পারেন ভাইরাসের ডবল মিউটেশানে।

বিভিন্ন ভেরিয়েন্টের সংক্রমণের প্রভাব বেশি। একথা বলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার অফ ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশান (সিডিসি)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই মুহূর্তে জোর কদমে চলছে টিকাকরণ। মোট তিনটি টিকা ব্যবহৃত হচ্ছে মার্কিন মুলুকে- ফিজার বায়োএনটেক, মডার্না এবং জনসন অ্যান্ড জনসন। ভারতীয় ডবল মিউট্যান্টের বিরুদ্ধে এই ভ্যাকসিনগুলি কতটা কার্যকর, তা নিশ্চিত করাই এখন সিডিসি-র লক্ষ্য।

রাজ্যের

● প্রথম পাতার পর

এবং ওয়ার্ড সেক্রেটারি ও আশাকর্মীদের মাধ্যমে তাঁদের একত্রিত করা হবে।

তিনি জানান, টিকাকরণে বিগত কর্মসূচিতে তিন দিনে ২.২৬ লক্ষ সুবিধাভোগীকে টিকা দেওয়া হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে, প্রতি দিন ৮০ হাজার ডোজ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা মোতাবেক ৬০ বছরের অধিক বয়সি এবং জটিল রোগে আক্রান্ত ৪৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সিদের ৪০ শতাংশকে টিকাকরণের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

মিশন অধিকর্তা জয়সওয়াল বলেন, ৬০ বছরের অধিক বয়সি ৩.৪৯ লক্ষ এবং ৪৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সি ৭.৬৭ লক্ষ মানুষ রয়েছেন ত্রিপুরায়। ফলে গড় হিসাবে ১৬ থেকে ১৮ শতাংশ ত্রিপুরার নাগরিকের করোনা-র টিকাকরণ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এদিন তিনি জানান, ত্রিপুরায় ৩ লক্ষ ডোজ মজুত রয়েছে এবং আরও ৮ লক্ষ ডোজ এই মাসের মধ্যেই আসবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ডুকলী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অজয় কুমার দাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

বিজন ধর

● প্রথম পাতার পর

আসনে ৬৫টি বুথে পুন: নির্বাচন চেয়ে কমিশনের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি-কে একহাত নিলেও সিপিএম নেতৃবৃন্দ তিপ্রা মথা সম্পর্কে টু শব্দ করেননি। অথচ, শাসক দল বিজেপি অভিযোগ করেছে তিপ্রা মথা ও সিপিএম এডিসি নির্বাচনে পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশে ষড়যন্ত্র করেছে। এ-বিষয়ে বামফ্রন্ট-র আহবায়ক বিজন ধর বলেন, তিপ্রা মথা-র সাথে আদর্শগত ফারাক রয়েছে। তাই, তাদের সাথে একসাথে দাড়ানোর সুযোগ নেই। তাঁর দাবি, এই নির্বাচন ঘুরে দাড়ানোর জন্য লড়াই করছে বামফ্রন্ট। তাতে, সাফল্য মিলবে আশাবাদী তিনি। তাঁর কথায়, ৪টি জেলায় শান্তিপুর্ন নির্বাচন হয়েছে। বাকি চারটি জেলায় বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ঘটেছে। তাই, ৬৫টি বুথে পুন: নির্বাচন চেয়েছে বামফ্রন্ট। এদিন তিনি উতুল্ল হয়ে বলেন, ভোটের হার অভিনন্দন যোগ্য। তাঁর কথায়, অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় এই নির্বাচনে নতুনত্ব রয়েছে।

এদিকে, তিপ্রা মথা সম্পর্কে বিজন বাবু-র বক্তব্য, প্রয়োজনে এডিসি-তে বামেরা সর্বভারতীয় অবস্থান নেবে। সে-মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ-ক্ষেত্রে বিজেপি-কে আটকাতে বামেরা তিপ্রা মথা-র হাত ধরবে তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে। কারণ, রাজ্য ভিত্তিক সিপিএম-র নীতিগত ভিন্ন অবস্থান রয়েছে। যেমন-টা কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-কে আটকাতে বামেরা নীতিগত অবস্থান নিয়েছে।

শহিদ

● প্রথম পাতার পর

তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি। তিনি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, উগ্রবাদ সমূলে উৎখাত করুন। আজ তিনি শহিদ জওয়ানের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন তিনিও।

বিক্ষিপ্ত ঘটনার

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। এদিকে, বোধজংনগর-ওয়াকিনগর কেন্দ্রের যুবতারা এলাকায় হলিক্রস স্কুল বুথে দুষ্কৃতকারীরা ইভিএম ভেঙে দিয়েছে বলে অভিযোগ মিলেছে।

সব মিলিয়ে নির্বাচনকে ঘিরে কিছু স্থানে টানটান উত্তেজনা ছিল। কিন্তু পুলিশের সময়োপযোগী পদক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং ভোটারদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

পালিত

● প্রথম পাতার পর

দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা বলেন, ১৯৮০ সালের আজকের দিনে বিজেপি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আজকের দিনটি দলের প্রত্যেক নেতাকর্মী সমর্থকদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকেও বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হওয়ার খবর মিলেছে।

অশান্তির মধ্যেই

● প্রথম পাতার পর

শুভয়পুর গ্রামে আরামবাগ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পলাশ রায়ের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে যদিও বিজেপি কর্মীরা জানান তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে এই ঘটনা। আরামবাগ পারুল হাইস্কুলের সামনে বিজেপির এজেন্টের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে।

আরামবাগে বিজেপি পার্থী সুজাতা মন্ডলকে মারধোরের ঘটনা ঘটে। এই তৃণমূল পার্থীর অভিযোগ মঙ্গলবার আরামবাগের আরান্ডি গ্রামে তিনি ভোটগ্রহণ পর্যবেক্ষণে গেলে তাকে বাঁশ নিয়ে তাড়া করেন বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সুজাতার দাবি, ওই গ্রামে আমাদের ভোটারদের ভোট দিতে দেওয়া হচ্ছিল না। আমি তাদের ভোটদানের ব্যবস্থা করতে গেলে হামলা হয়।এমনকি বাঁশের বাড়ি পড়ে সুজাতাদেবীর মাথায়। মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে কোনওক্রমে পালান তৃণমূল প্রার্থী। সুজাতাদেবী দাবী করেন 'আরামবাগে একাধিক বুথের দখল নিয়েছে বিজেপি। যে সব বুথে আমরা শক্তিশালী সেখানে তৃণমূলে ভোট দিলে বিজেপিতে চলে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন অবশ্য এই ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে।

অন্যদিকে সরাসরি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিকে একেবারে বুথের মধ্যে বিজেপি কে ভোট দেবার জন্য বলা হয় ব অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোঘাটের ফুলজলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।এর খবর চাউর হতেই ভোটারদের সাথে কেন্দ্রী বাহিনীর গন্ডগোল শুরু হয়ে যায়। অভিযোগ সিআরপিএফ এর তরফ থেকে বিজেপিকে ভোট দিতে বলে,এর প্রতিবাদে মারধরও করা হয় ভোটারদের, যদিও সিআরপিএফ এর পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি খানাকুলের হীরাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথে ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। এক্ষেত্রে আবার অভিযোগের কাঠগড়ায় তৃণমূল। অভিযোগ, হীরাপুর গ্রামে ৫০০-র মত লোককে আটকে দেয় তৃণমূল।

অভিযোগ, তাঁদের ভোট দিতে বুথে আসতে দেওয়া হচ্ছিল না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। আধাসেনা জওয়ানরা গিয়ে তাঁদের ভোট দিতে নিয়ে আসে।

হুগলির একাধিক জায়গা থেকে অশান্তির খবরের মধ্যে খানাকুলে তৃণমূল প্রার্থী মুন্সি নাজবুল করিমকে মাটিতে ফেলে চ্যালা কাঠা দিয়ে মার এবং তাঁর এজেন্টকেও মারধরের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের কাঠগড়ায় বিজেপি।

যদিও বিজেপির তরফে সব অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই কড়া পদক্ষেপ করেছে কমিশন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে জেলা প্রশাসনকে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

এদিকে তৃণমূলের বুথ সভাপতির মৃতকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোঘাট। মৃতের নাম সুনীল রায়। বাড়ি গোঘাটের ফলুই এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃত ওই ব্যক্তি তৃণমূলের বুথ সভাপতি।ছেলে বুথের এ্যাজেন্ট। তৃণমূলের অভিযোগ, এদিন ভোট দিয়ে ফেরার পথে, বিজেপি কর্মীরা তাকে ঘিরে ঠেলাঠেলি করে। সেখানেই পরে গিয়ে মৃত্যু হয়। বিজেপি কর্মীরা পরিকল্পনা করেই খুন করেছে বলে অভিযোগ গোঘাটের তৃণমূল প্রার্থীর। যদিও অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির। ঘটনাকে ঘিরে ফের রাজনৈতিক চাপা উত্তেজনা গোঘাট জুড়ে।

তারকেশ্বরেও বিজেপি পার্থী স্বপন দাশগুপ্তর নির্বাচনী এজেন্টকে আটকে রেখে তার গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে তৃনমুলের অভিযোগ। হরিপালেও বিজেপি ও তৃনমূল সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয় ওঠে এলাকা।হাসপাতালে ভর্তি দু"পক্ষেরই।

সব মিলিয়ে হুগলি জেলায় এই তৃতীয় দফার ভোটে বিভিন্ন অশান্তির ঘটনার সাক্ষী রইল হুগলি সহ গোটা রাজ্য বাসী।

এদিকে, আজ ভোট ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে। এই জেলার রায়দিঘিতে সোমবার রাত থেকে বোমাবাজি চলছে। সিপিএম দলের নির্বাচনী এজেন্টদের বুথে বসতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনই অভিযোগ করেছেন রায়দিঘির সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। তিন বলেন, "প্রশাসনের দায়িত্ব শান্তিতে নির্বাচন করানো। সেটা হচ্ছে না। আমাদের পোলিং এজেন্টদের বুথে বসতে দেওয়া হচ্ছে না। সোমবার সারা রাত ধরে বোমাবাজি চালিয়েছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা।"

এদিকে মগরাহাট বিধানসভা কেন্দ্রের এইএসএফ প্রার্থী মঈদুল ইসলাম অভিযোগ করেন তাঁকে বুথে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি বুথের বাইরে ধর্নায় বসেছেন। মঈদুল ইসলামের অভিযোগ, "মগরাহাট খুবই সমস্যা সংকুল জায়গা। দীর্ঘদিন ভোটারদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি এখানে। আজ তৃণমূলের কর্মীরা ভোটারদের বুথে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। ভোট প্রভাবিত করা হচ্ছে। ১৮৫ নম্বর বুথে এইএসএফ-এর বুথে এজেন্টদের ঢুকতে বাধা দেয় তৃণমূলীরা। তারপর সাংবাদিকদের সঙ্গে নিয়ে বুথে এজেন্ট বসিয়ে দিয়ে এসেছি। আমি একজন প্রার্থী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি ২ ঘণ্টা বয়ালের বুথে বসে থাকতে পারেন , তাহলে আমি কেন পারবো না? এখানেও তো তৃণমূলের লোকেরা ভোটারদের ভোটদানে বাধা দিচ্ছে।"

এদিকে তৃতীয় দফায় ভোট দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। জারি করা হয়েছে তিন দফার সব বুথে ১৪৪ ধারা। তার পরেও কী করে আবার তৃতীয় দফায় নির্বাচন শুরুর আগের রাট থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি ও মগরাহাট বিদ্ধানসভা কেন্দ্রে অশান্তি হচ্ছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে নির্বাচন কমিশনের তরফে সমস্ত রকমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার পর শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে কী করে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হল সেটাই এখন দেখার। তবে নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেয়নি।এদিন ভোট ছিল হাওড়া জেলাতেও সেখান থেকেও দিনভর আশান্তির খবর এসেছে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাজ্যের ৩১ আসনে ভোটগ্রহণ হয়। সেগুলি হল-- উলুবেড়িয়া উত্তর, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, শ্যামপুর, বাগনান, আমতা, উদয়নারায়ণপুর ও জগৎবল্লভপুর।

ক্রীড়াঙ্গন

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পেস বোলিং বিভাগ অন্যতম সেরা

মুম্বাই।। এমন কোনও আইপিএল নেই, যেখানে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ফেভারিট হিসেবে শুরু করে না। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস এবং রোহিত শর্মার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স আইপিএলের ইতিহাসে সব চেয়ে সফল দল। এখন রোহিতরা ছাপিয়ে যাচ্ছেন ধোনিদেরও। চেন্নাইয়ের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তাদের প্রধান ক্রিকেটারদের বয়স বেড়ে যাওয়ায়। কিন্তু মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জয়রথ চলছেই। টানা দু'বারের চ্যাম্পিয়ন তারা, মোট পাঁচ বারের বিজয়ী। এ বারও দাবিদার। ব্যাটিং: রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হাতে যতই বিরাট কোহালি, এবি ডিভিলিয়ার্স, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল থাকুক, স্বচ্ছন্দে বলে ফেলা যায়, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সব চেয়ে শক্তিশালী ব্যাটিং রয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ঘরেই। এমন গোলাবারুদ কোনও দলের হাত নেই। শুরুতে রোহিত শর্মা, কুইন্টন ডি'কক। তিন নম্বরে ঈশান কিশান, যিনি সদ্য ভারতের জার্সিতে স্বপ্নের অভিষেক ঘটিয়েছেন। চারে সূর্যকুমার যাদব, দেশের নীল জার্সিতে যাঁর কিরণ দেখেছে ক্রিকেটবিশ্ব। গত বার ঈশান ও সূর্য মিলে প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি রান করেছিলেন দেড় শোর কাছাকাছি স্ট্রাইক রেটে (প্রতি একশো বলে রানের হিসাব)। প্রতিপক্ষ বোলাররা যে এর পরে একটু আরাম করবেন, সে উপায় একদমই নেই। এর পরে ঝড় তোলার জন্য থাকছেন হার্দিক পাণ্ড্য, কায়রন পোলার্ড, ক্রুণাল পাণ্ডরা। এই ব্যাটিং বিভাগের দিকে তাকিয়েই সম্ভবত মাইকেল ভন বলেছিলেন, টি-টোয়েন্টিতে ভারতের চেয়েও কি শক্তিশালী দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স? অলরাউন্ডার: মুম্বইয়ের হাতে ভয় ধরানো সব ক্রিকেটার রয়েছে এই বিভাগে। কায়রন পোলার্ড এবং হার্দিক পাণ্ড্য কুড়ি ওভারের ক্রিকেটে বিশ্বের যে কোনও দলে চোখ বুজে ঢুকে পড়বেন। সঙ্গে পাণ্ড্যদের বড় ভাই ক্রুণাল। সদ্য যিনি ভারতের জার্সিতে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। এতটাই শক্তিশালী মুম্বই ইন্ডিয়ান্স যে, নিউজিল্যান্ডের জিমি নিশামের মতো ক্রিকেটারকে প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়ার জন্য লড়তে হতে পারে। বোলিং: যশপ্রীত বুমরা, ট্রেন্ট বোল্ট, অ্যাডাম মিলনে, নেথান কুল্টার-নাইল। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পেস বোলিং বিভাগ অন্যতম সেরা। শুরুতে পাওয়ার প্লে-তে ভাল বল করেন বোল্ট। আবার শেষের ওভারে অপ্রতিরোধ্য বুম বুম বুমরা। নতুন যোগ দেওয়া অ্যাডাম মিলনে চোট সারিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেই ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার গতিতে বল করছেন। গতির আগুনে প্রতিপক্ষকে ঝলসে দেওয়ার রসদ রয়েছে মুম্বইয়ের হাতে। হার্দিক, ক্রুণাল এবং পোলার্ড গুরুত্বপূর্ণ কয়েক ওভার করে দিতে পারবেন। এ বারও স্পিন বিভাগের দায়িত্ব থাকবে লেগস্পিনার রাহুল চাহার ও বাঁ হাতি ক্রুণালের উপরে। স্পিন বিভাগে এ বারের সংযোজন পীযূষ চাওলা। আগে থেকে ছিলেন জয়ন্ত যাদবও। ভারতীয় পেসার লাগলে রয়েছেন ধবল কুলকার্নি এবং কোনও এক তেন্ডুলকর। ব্যাটিংয়ে বিশ্ববন্দিত সচিন-পুত্র, পেস বোলার অর্জুন তেন্ডুলকর। তবে বাঁ হাতি পেসার অর্জুনকে এখনই প্রথম একাদশে খেলতে দেখার সম্ভাবনা কম। বাঁ হাতি ফাস্ট বোলার হিসেবে আরও থাকছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ২০ বছরের, ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা মার্কো জ্যানসেন। শক্তি: দুর্ধর্ষ ব্যাটিং, দুরন্ত পেস বোলিং। ম্যাচ জেতানোর মতো একাধিক ক্রিকেটারের উপস্থিতি, যে কারণে যে কোনও পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে মুম্বই। এত সব আগ্রাসী ব্যাটসম্যান রয়েছে যে, কেকেআরের প্রাক্তন ওপেনার ক্রিস লিনের মতো মারকুটে ব্যাটসম্যানের জায়গা হয় না। কোনও স্কোরই মুম্বইয়ের ঝোড়ো ব্যাটসম্যানদের সামনে নিরাপদ নয়। যেমন বিদেশি ক্রিকেটারদের দক্ষতা, তেমনই দুরন্ত সব ভারতীয় খেলোয়াড়। রোহিত, ঈশান, সূর্যকুমার, বুমরা, হার্দিক, ক্রুণাল, রাহুল চাহার। প্রথম একাদশে যে সাত জন ভারতীয় ক্রিকেটার খেলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চ মানের। সঙ্গে রোহিতের ঠান্ডা মাথা এবং মাহেলা জয়বর্ধনের পর্দার পিছন থেকে চাণক্যের ভূমিকা পালন করা অবশ্যই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বড় অস্ত্র।দুর্বলতা: এমন একটা ভারসাম্য থাকা দলের দুর্বলতা খুঁজে পাওয়া কঠিন। যদি কোথাও ঘাটতি থাকে রোহিতদের তো সেটা তাঁদের স্পিন বিভাগে। চাহার, ক্রুণাল, চাওলাদের রান দিয়ে ফেলার প্রবণতা রয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই, যে কোনও প্রতিপক্ষ মুম্বইয়ের স্পিনারদেরই আক্রমণ করার নকশা তৈরি করবে। এবং, নিরপেক্ষ কেন্দ্রে খেলা মানে ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়েতে নিজেদের শক্তি অনুযায়ী পিচও রোহিতরা বানাতে পারবেন না।সম্ভাব্য প্রথম একাদশ: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি'কক (উইকেটকিপার), ঈশান কিশান, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পাণ্ড্য, কায়রন পোলার্ড, ক্রুণাল পাণ্ড্য, নেথান কুল্টার-নাইল/ অ্যাডাম মিলনে, রাহুল চাহার/পীযূষ চাওলা, ট্রেন্ট বোল্ট এবং যশপ্রীত বুমরা।

দায়িত্ব পন্থ পালন করতে পারবেন বলেই আত্মবিশ্বাসী কোচ রিকি পন্টিং

দিল্লি।। তরুণ ঋষভ পন্থের কাঁধে বড় দায়িত্ব। অধিনায়ক হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। সেই দায়িত্ব পন্থ পালন করতে পারবেন বলেই আত্মবিশ্বাসী কোচ রিকি পন্টিং। ২৩ বছরের পন্থকে ৩ ভূমিকায় দেখা যাবে এ বারের আইপিএল-এ। তিনি উইকেটরক্ষক, ব্যাটসম্যান এবং অধিনায়ক। নতুন দায়িত্বে পন্থকে দেখতে মুখিয়ে রয়েছেন পন্টিং।

তিনি বলেন, "শেষ কিছু দিন ধরে কথা হয়েছে পন্থের সঙ্গে। ওর সঙ্গে কথা বলে প্রথম ম্যাচের আগে সব কিছু বুঝিয়ে দেওয়া গেলে কোনও অসুবিধা হবে না। কোনও চিন্তা থাকবে না প্রতিযোগিতায়। আইপিএল শুরু হয়ে যাওয়ার পর অধিনায়ককে একাধিক তথ্য দিলে সে বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে।"২ বার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে পাশে পাচ্ছেন পন্থ। তবে পন্টিং মনে করেন শুধু তিনি নন, দলের সিনিয়রদেরও সাহায্য করতে হবে ভারতের তরুণ উইকেটরক্ষককে। পন্টিং বলেন, "আমার কাজের বড় অংশ অধিনায়ককে সাহায্য করা। সব কোচেরই এই দায়িত্ব থাকে। তবে মাঠে সিনিয়র ক্রিকেটারদেরও দায়িত্ব নিতে হবে।

অনুশীলনে যেমন সাহায্য প্রয়োজন, মাঠেও তেমন পন্থকে পথ দেখাতে হবে সিনিয়রদের। দিল্লি দলে রয়েছেন স্টিভ স্মিথ, অজিঙ্ক রাহানে, রবিচন্দ্রন অশ্বিন-সহ একাধিক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। পন্টিংয়ের মতে মাঠে তাঁদের থেকে সাহায্য প্রয়োজন পন্থের। তবে শুধু তাঁদের সাহায্যর ওপর নয়, পন্থ নিজেও তৈরি বলেই মনে করেন পন্টিং। তিনি বলেন, "পন্থ খেলাটা বোঝে। ওর চিন্তাভাবনা খুবই মজবুত। অধিনায়ক হিসেবে সেটা ওকে সাহায্য করবে বলেই আমার মনে হয়। ওকে অধিনায়ক করার আরও একটি কারণ হচ্ছে, অতিরিক্ত দায়িত্ব পেলে ও ভাল খেলে। দায়িত্ব নিতে পছন্দ করে ও। পন্থ সব সময় গুরুত্বপূর্ণ পদ নিতে চায়, ও দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। দেখতে চাই অধিনায়ক হয়ে সেই কাজ ও করতে পারে কি না।

আইপিএল না জিততে পারলেও বিরাট কোহলীর ব্যাটে রান এসেছে সব সময়ই

ব্যাঙ্গালুরু।। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর আইপিএল না জিততে পারলেও বিরাট কোহলীর ব্যাটে রান এসেছে সব সময়ই। এ বারের প্রতিযোগিতায় ওপেন করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন আগে থেকেই। অর্থাৎ অনেক বেশি সময় পাবেন ব্যাট করার। আরও বেশি রান আসতে পারে তাঁর ব্যাট থেকে, গড়তে পারেন বেশ কিছু কীর্তি।আইপিএল-এর এক মরসুমে সব চেয়ে বেশি রানের রেকর্ড তাঁর দখলে। ২০১৬ সালে ১৬ ম্যাচে ৯৭৩ রান করেন তিনি। সে বছরের আইপিএল-এ ৪টি শতরান এসেছিল তাঁর ব্যাট থেকে। কোন কোন কীর্তি গড়তে পারেন কোহলী?আইপিএল-এ এখনও অবধি ১৯২টি ম্যাচ খেলেছেন কোহলী।

এ বারের আইপিএল-এ ২০০ ম্যাচ খেলতে পারেন তিনি।১৯২ ম্যাচে তাঁর রান ৫৮৭৮। আর ১২২ রান করলেই তিনি ৬০০০ রান করে ফেলবেন আইপিএল-এ। এই প্রতিযোগিতায় সব চেয়ে বেশি রান তাঁরই।

সব ধরনের টি২০ ম্যাচ মিলিয়ে ১০ হাজার রান করে ফেলার সুযোগ রয়েছে কোহলীর সামনে। এ বারের আইপিএল-এ ২৬৯ রান করলেই তিনি ছুঁয়ে ফেলবেন সেই মাইল ফলক।আইপিএল-এ ৪৪টি অর্ধ শতরান রয়েছে কোহলীর। ৬টি পঞ্চাশ করলেই ৫০টি অর্ধ শতরান করে ফেলবেন তিনি। তবে কোহলী যদি ৪টি অর্ধ শতরান করতে পারেন তা হলে ব্যাঙ্গালোরের হয়ে ৫০টি অর্ধ শতরান করে ফেলবেন তিনি (চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি২০-তে আরসিবি-র হয়ে দুটো অর্ধ শতরান রয়েছে তাঁর)।

২০২০-২১ মরসুমে সব ধরনের টি২০ ক্রিকেট মিলিয়ে কোহলীর গড় ৫১.৯৩। যে ব্যাটসম্যানরা ১৫টির বেশি ইনিংস খেলেছেন, সেই তালিকায় ৪ নম্বরে রয়েছেন তিনি।এই সময়ের মধ্যে রানের বিচারেও চতুর্থ স্থানে কোহলী। তাঁর সামনে রয়েছেন এম রিজওয়ান, মার্কাস স্টোইনিস এবং বাবর আজম। ওপেনার হিসেবে আইপিএল-এ কোহলীর গড় ৪৬.৯, স্ট্রাইক রেট ১৪০.২। অন্য জায়গায় ব্যাট করতে নেমে আরসিবি অধিনায়কের গড় ৩৪ এবং স্ট্রাইক রেট ১২৫.২। আইপিএল-এ শেষ ৪ ওভারে ব্যাট করার সময় কোহলীর স্ট্রাইক রেট ২০৫.৫, অন্য সময় ১২২।

মেসির দেশ থেকেই অলিম্পিক্সের প্রস্তুতি

আর্জেন্টিনা।। তিনি বিশ্বাস করেন, গতবারের অলিম্পিক্সে চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে হারানো সম্ভব। ভারতীয় পুরুষ হকি দলের সহ-অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংহ জানিয়ে দিলেন, টোকিয়ো অলিম্পিক্সকে পাখির চোখ করে লিয়োনেল মেসির দেশ আর্জেন্টিনাকে পরাস্ত করে তাঁরা নিজেদের তৈরি করে নিতে চান।ছয় ম্যাচের সফরে বুয়েনোস আইরেসে ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে ২২ সদস্যের ভারতীয় দল। যে সফরে চারটি প্রস্তুতি ম্যাচের পাশাপাশি এফআইএইচ হকি প্রো লিগেও ভার দুটি ম্যাচ খেলবে অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী দলের বিরুদ্ধে। সেই দুটি ম্যাচ হবে ১১ এবং ১২ এপ্রিল।সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হরমনপ্রীত জানিয়েছেন, আর্জেন্টিনার খেলার ধরনকে ঠিক মতো আত্মস্ত করতে পারলে তার সুফল অবশ্যই পাওয়া যাবে টোকিয়ো অলিম্পিক্সে। তারই সঙ্গে সাফল্যের সরণিতে ফেরার পথে তা হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। হরমনপ্রীত বলেছেন, "ইউরোপে যে সমস্ত দলের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত আমরা খেলেছি, তার চেয়ে আর্জেন্টিনার খেলার ধরন সামান্য হলেও আলাদা প্রকৃতির। তাই এই সফরকে টোকিয়ো অলিম্পিক্সের আগে দারুণ একটা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে আমাদের নিজেদের সেই প্রস্তুতি সেরে ফেলতে হবে।" যোগ করেছেন, "অলিম্পিক্সের আগে বিশ্বের সমস্ত দল যত বেশি সম্ভব ম্যাচ খেলে নিজেদের তৈরি করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমরাও ব্যতিক্রমী নই। আমাদের ভাল হকি খেলতেই হবে এ বারের সফরে।"

অলিম্পিক্স থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল উত্তর কোরিয়া

উত্তর কোরিয়া।। বিশ্বজুড়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। করোনা-ভীতির কারণ দেখিয়ে টোকিও অলিম্পিক্স থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল উত্তর কোরিয়া। যার ফলে ধাক্কা খেল দক্ষিণ কোরিয়ার পরিকল্পনা। ১৯৮৮ সালে কোল্ড ওয়ারের কারণে সিওল অলিম্পিক্স বয়কট করেছিল উত্তর কোরিয়া। তারপর এই প্রথম কোনও অলিম্পিক গেমসে থাকছেন না উত্তর কোরিয়ার কোনও প্রতিযোগী। দুই দেশের শান্তি প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে এবং সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে অলিম্পিক্সে যৌথভাবে দল পাঠানোর আশাপ্রকাশ করেছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জে-ইন। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার এই সিদ্ধান্তে দক্ষিণ কোরিয়ার আরেকটি পরিকল্পনাও ধাক্কা খেল। ২০১৮ সালে উত্তর কোরিয়ার সর্বাধিনায়ক কিম জং উনের সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল মুনের। দুই দেশ সম্মত হয়েছিল ২০৩২ সালের অলিম্পিক্স আয়োজনে যৌথভাবে দাবি জানাবে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া। তবে উত্তর কোরিয়া অলিম্পিক্স থেকে সরে দাঁড়ানোয় সেই সম্ভাবনাও বিশ বাঁও জলে। ২০১৮ সালে পিওংচ্যাং শীতকালীন অলিম্পিক্সে দেশের অ্যাথলিটদের নেতৃত্ব দিতে তাঁর বোনকে পাঠিয়েছিলেন কিম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একই পতাকার তলায় সামিল হয়ে হেঁটেছিলেন দুই দেশের অ্যাথলিটরা। মহিলা হকিতে যৌথ দল নামানো হয়েছিল।গত মাসে মিসাইল পরীক্ষা করে উত্তর কোরিয়া। তাতে উত্তেজনা বাড়লেও দুই দেশই জানিয়ে দিয়েছিল শান্তি আলোচনা অব্যাহত থাকবে। দুই দেশকে আরও কাছে নিতে টোকিও অলিম্পিক্স খুব ফলপ্রসূ ভূমিকা নেবে বলেও আশা ছিল। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার অলিম্পিক কমিটি গত ২৫ মার্চ সে দেশের ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর চূড়ান্ত করে অলিম্পিক্স থেকে সরে দাঁড়ানোর বিষয়টি। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে অ্যাথলিটদের রক্ষা করতেই এই পদক্ষেপ বলে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। উত্তর কোরিয়ায় কেউ করোনা সংক্রমিত নয় বলেও দাবি করা হয়েছে। কিম নিজে মার্কিন বাস্কেটবলের ভক্ত। পেশাদার খেলাধুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিজের পরিকল্পনার কথাও প্রায়ই বলেন। জানা গিয়েছে, ২৫ মার্চের বৈঠকে দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে কীভাবে বেশি পদক জেতা যায় সে বিষয়ে আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

ম্যাচের আগে বরুসিয়া শিবিরে চিন্তা বাড়াচ্ছে চোট-আঘাত

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে কখনও হারাতে পারেনি ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ২০১২-'১৩ মরসুমে গ্রুপ পর্বে দেখা হয়েছিল ইংল্যান্ড ও জার্মানির এই দুই দলের। সে বার এতিহাদ স্টেডিয়ামে দু'দলের দ্বৈরথ ১-১ শেষ হলেও, ঘরের মাঠে জিতেছিল বরুসিয়া। তার আট মরসুম পরে মঙ্গলবার রাতে ফের মুখোমুখি হতে চলেছে ম্যান সিটি ও বরুসিয়া। তবে এ বার আর লিগ পর্বে নয়। কেভিন দ্য ব্রুইন বনাম আর্লিং হালান্ডদের দ্বৈরথ কোয়ার্টার ফাইনালে।ম্যান সিটির বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে বরুসিয়া শিবিরে চিন্তা বাড়াচ্ছে চোট-আঘাত। ২০১৭ সালে অনূর্ধ-১৭ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের হয়ে কলকাতার যুবভারতীতে খেলে যাওয়া জাডন স্যাঞ্চো নেই। তরুণ স্ট্রাইকার ইউসুফা মউকুকো-ও লিগামেন্টে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছেন। বাকি মরসুমেও মাঠে নামার সম্ভাবনা নেই তাঁর। শনিবার আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের বিরুদ্ধে হারের পরে বুন্দেশলিগায় প্রথম চারে থাকার সম্ভাবনাও প্রায় শেষ বরুসিয়ার। ফলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে থাকা দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে উদ্বেগে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের ম্যানেজার এডিন তেরসিক। অন্য দিকে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির দায়িত্ব নেওয়ার পরে ম্যানেজার পেপ গুয়ার্দিওলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ আটের গণ্ডি টপকাতে পারেননি। ম্যান সিটির হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার আশা পূরণ হয়নি আর্জেন্টিনীয় তারকা সের্খিয়ো আগুয়েরোর-ও।

স্বস্তি ফিরল সোলসারের

ঘরের মাঠ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ব্রাইটনের বিরুদ্ধে ৪৫ মিনিট পিছিয়ে থেকেও দ্বিতীয়ার্ধে জ্বলে উঠে জয় ছিনিয়ে নিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।১৩ মিনিটে ড্যানি ওয়েলবেকের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ব্রাইটন। ৬২ মিনিটে মার্কাস র‍্যাশফোর্ড এবং ৮৩ মিনিটে মেসন গ্রিনউড গোল করে জয় এনে দেন ম্যান ইউ শিবিরে। ইপিএলে ৫৮ ম্যাচে এটি গ্রিনউডের ১২তম গোল। দু'টি গোলের ক্ষেত্রে বল বাড়িয়েছিলেন ব্রুনো ফের্নান্দেস ও পল পোগবা।এই জয়ের ফলে ৩০ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের টেবলে দ্বিতীয় স্থানে রইল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। শীর্ষ স্থানে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটির পয়েন্ট ৩১ ম্যাচে ৭৪। বাকি সাতটি ম্যাচে ১১ পয়েন্ট হলেই ইপিএল ট্রফি হাতে উঠবে পেপ গুয়ার্দিওলার। ৩০ ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে লেস্টার সিটি।

চতুর্থ স্থানে থাকা চেলসির পয়েন্ট ৩০ ম্যাচে ৫১। পাঁচ, ছয় ও সাত নম্বরে থাকা তিন দলেরই পয়েন্ট ৪৯। গোল পার্থক্যে এগিয়ে থাকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে টটেনহ্যাম (৩০ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট), ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে লিভারপুল (৩০ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট), ওয়েস্টহ্যাম (২৯ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট) রয়েছে সপ্তম স্থানে। এই মরসুমে ম্যান সিটির ইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। এই পরিস্থিতিতে টেবলে প্রথম চারের মধ্যে থেকে কারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে যোগ্যতা অর্জন করবে তা নিয়েই আগ্রহ তুঙ্গে ফুটবলপ্রেমীদের।

PNIeTNO- 145/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura**, single bid** percentage rate e-tender **(PWD FORM-8).** The details are below :-

SL NO	DNIeT NO.	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-TNo.361/EE/PWD(DWS)/AMB/ 2020-21 (2nd Call)	916758.00	24-04-2021
2	DNIe-TNo.364/EE/PWD(DWS)/AMB/ 2020-21 (2nd Call)	916758.00	
3	DNIe-TNo.365/EE/PWD(DWS)/AMB/ 2020-21 (2nd Call)	916758.00	

All details can be seen **press notice & bid documents for the work on website ww.w.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955**

For and on behalf of Governor of Tripura
Sd/- (Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura

ICA-C-26/2021-22

Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd.
Agartala Dairy: P.O. Indranagar, Agartala 799006. Tripura
e-mail : tripuramilkunion@yahoo.com :
GMU/LAB/2020-202I/IV/1100 Dated 03.04 2021

URGENT SHORT QUOTATION NOTICE

Short Quotation is invited from NABL accredited Laboratories/Institutions /Organization for calibration of the varies Instruments/Equipments for Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd, Agartala Dairy. P 0 Indranagar, Agartala-799006 Tripura West. Interested NABL accredited Laboratories/Institutions/Organization are requested to submit their rate inclusive all taxes within **23.04.2021 till 01.00 p.m** by post//by mail and by courier in sealed envelope superscribing **QUOTATION FOR LABORATORIES INSTRUMENTS/EQUIPMENTS** addressing Managing Director with above address This offer will be opened on **23.04.2021 at 03.00p.m** or next working day. For details kindly visit notice board of Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd and also visit e-procurement portal **(https://eprocure.gov.in/epublish).**

Sd/- Illegible
Managing Director

ICA-C-36/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:
12/EE(PWD)/BLN/2020-21 DATED, 31-03-2021

The **Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD **up to 3.00 P.M.** on **30-04-2021** for the following work:

SL NO	DNITNO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	Setting up **Tertiary Waste Processing Center** for Belonia Municipal Council at Baspadua near Belonia Municipal Dumping Station. **DNIT No.** 33/NIT/SE-III/R/2020-21	Rs. 1,47, 82,105/-	Rs. 1,47,821/-	Rs. 1,47,821/-	Appropriate Class

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on **30-04-2021**
Time and date of opening of technical bid: At 16.00 Hrs on **03-05-2021**
Cost of Tender document: Rs.2500/-
Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in
For any enquiry, please contact by e-mail to: **eepwdbln2006@gmail.com**.

***Sd/-* (Er. Dilip Das)**
Executive Engineer,
Belonia Division, PWD(R&B)
Belonia, South Tripura

ICA-C-24/2021-22

জাগরণ 7 April, 2021, Tednesday আগরতলা ৭এপ্রিল, ২০২১ ইং, ■ ২৪ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মঙ্গলবার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। ছবি নিজস্ব।

আশান্তির মধ্যেই শেষ হল তৃতীয় দফার ভোট গ্রহণ

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): মঙ্গলবার দিনভর কোথাও বিক্ষোভ, বোমাবাজি, ভাঙচুর ও একাধিক প্রার্থী আক্রান্ত হওয়ার মধ্যে শেষ হল তৃতীয় দফায় ৩১ আসনের নির্বাচন। তৃতীয় দফার নির্বাচনে ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়ল ৭৭.৬৮ শতাংশ। এর মধ্যে হুগলিতে একই সময়ের মধ্যে ভোট পড়েছে ৭৯.২৯ শতাংশ। হাওড়াতে ভোট পড়েছে ৭৭.৯২ শতাংশ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৭৬.৭৪ শতাংশ। তৃতীয় দফায় তিন জেলার ৩১ আসনে নির্বাচন হচ্ছে মঙ্গলবার। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় কেন্দ্র রয়েছে। হুগলিতে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে গোঘাটে। ৮৪.৭১ শতাংশ। আরামবাগে ভোট পড়েছে ৭৯ শতাংশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৭৫.১৭ শতাংশ। তবে সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে বাসন্তীতে। ৮০.২৬ শতাংশ। হাওড়ার উলুবেড়িয়া দক্ষিণে ৮১ শতাংশ ভোট পড়েছে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। উল্লেখযোগ্য ভোটদানের হার রয়েছে হুগলির পুরশুড়া কেন্দ্রেও। সেখানে ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৮২ শতাংশ। ৫টা পর্যন্ত হরিপাল কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৭৫.৩৮ শতাংশ। এমনটাই জানা গেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে।

মঙ্গলবার সকাল ৭ থেকে সন্ধ্যে সাড়ে ছটা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হয়। প্রথম দুই দফায় ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখের পড়ার মতো। প্রথম দফায় ৮৫ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পড়ে, দ্বিতীয় দফায় পড়ে ৮৬ শতাংশের উপর। তৃতীয় দফাতেও সেই ধারা বজায় রেখে সকাল থেকে দফায় দফায় বেড়েছে ভোটের হার। তবে তৃতীয় দফার ভোটেও চেনা ছবির সাক্ষী থাকল বাংলা। ভোট শুরু হওয়ার পর থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর 'অতিসক্রিয়তার' অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। তৃতীয় দফায় ৩১ আসনের কোথাও বিক্ষোভ, বোমাবাজি, ভাঙচুরের ঘটনা ঘটলেও হিংসার জেরে প্রাণহানি হয়নি বলে জানিয়েছে কমিশন। কমিশনের দাবি, কয়েকটি জায়গা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। তৃতীয় দফার নির্বাচন শেষে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে এই কথাই জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক আরিজ আফতাব।

তিনি জানান, তৃতীয় দফায় নির্বাচনে মোট ২০৫ জন প্রার্থী ছিলেন। তাদের মধ্যে ১৩ জন মহিলা। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মোট ভোট হয়েছে ৭৭.৬৮ শতাংশ। উলুবেড়িয়ায় ভিভিপ্যাড এবং ইভিএম পাওয়া যায়। এই ঘটনায় চারজনকে সাসপেন্ড ও তিনজনকে হোমগার্ডের ডিউটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ইভিএম—ভিভিপ্যাট সম্পর্কে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব বলেন, 'ওই ইভিএম ভোটের কাজে ব্যবহার করা হয়নি। এছাড়াও খানাকুল ২২২ ও ২২৫ বুথে এলাকার ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরামবাগ থেকে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এবং উলুবেড়িয়ায় দক্ষিণ কাণ্ডে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মোট গ্রেফতার হয়েছে ১১ জন।'

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনী শ্লীলতাহানি কাণ্ডে একজনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। এদিন আরিজ আফতাব বলেন, 'সব কিছুই কেন্দ্রীয় বাহিনীর কন্টোলে থাকে না। সব ঘটনাতেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গোঘাটে তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতির মৃত্যুর ঘটনায় মৃতদেহ আঘাতের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যাবে না।' কলকাতায় আটজন রিটানিং অফিসার বদলির বিষয় কমিশন জানিয়েছে, তিন বছর একটানা থাকার জন্য এই বদলি। আর আজ প্রার্থীদের উপর যে ধরনের আক্রমণ হয়েছে তা উদ্বেগের বিষয়।

মঙ্গলবার দিনভর সংবাদের শিরোনামে ছিল হুগলি। এই জেলায় সকাল থেকেই বিক্ষিপ্ত অশান্তির চিত্র দেখলো রাজ্যবাসী। কখনও খোদ পার্থীকেই বাঁশ দিয়ে পেটানো হল, আবার কোনোও কোনোও কেন্দ্রে বিজেপি তৃণমূল সংঘর্ষ। সকাল ৭ টা গোঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের শ্যামবাজার এলাকার বেলডিহাতে শ্যামবাজার বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিজেপি এজেন্টকে ঢুকতে বাধা।বিজেপির এজেন্ট সহ তিনজনকে মারধোর করা হয় বলে তৃণমূলের দিকে অভিযোগ। অপরদিকে আহতদের হাসপাতালে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগও উঠে।অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে।যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। এরপরই আরামবাগের গৌরহাটি এক অঞ্চলে ☞ ৬এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমের সম্মতিক্রমে শিশু উদ্যানের পুকুর পাড়ে বসছে চৈত্রের রিডাকশন সেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। আগরতলা পৌর নিগমের সম্মতিক্রমে চৈত্রের রিডাকশন হাট বসছে শিশু উদ্যানের পুকুরের পাড়ে। স্থান নির্ধারণ নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।গতবছর করোণ ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতির কারণে চৈত্রের রিডাকশন হাট বসতে দেওয়া হয়নি। এবছর করোনার প্রকোপ কিছুটা কমেছে।কিন্তু ইদানিং করোনার প্রকোপ আবার বাড়তে শুরু করেছে। প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।

তদুপরি ব্যবসায়ীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলা পুর নিগমে কর্তৃপক্ষ এ বছর সীমিত সংখ্যক কিছু ব্যবসায়ীকে চৈত্রের রিডাকশন হাটে বসার অনুমতি দিয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে ক্রেতা-বিক্রেতাদের বলা হয়েছে।কিন্তু যে পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে তাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করেই বেশ কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী রাজধানী আগরতলা শহরের শকুন্তলা রোড সহ অন্যান্য স্থানে মূল সড়কে দোকান খুলে বসার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেও তারা কিন্তু তাতে ভ্রুক্ষেপ করছে না।

ওইসব ব্যবসায়ীদের দাবি বিগত বছরে তারা রিডাকশন হাটে বসতে পারেনি। তারা আর্থিক দিক দিয়ে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন।আগরতলা পুরো নিগমের কাছ থেকে যেসব ব্যবসায়ী রিডাকশন হাটে বসার বৈধ অনুমতি পেয়েছে তারা ইতিমধ্যেই দোকান খোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করেছে।এসব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে তারা এ বছর খুব কম সময়ে ব্যবসা করার সময় পেয়েছে।

আরো আগে থেকেই অনুমতি দিলে তাদের ব্যবসা অনেক ভালো হতো বলে তারা মনে করেন।এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।একদিকে যখন রাজ্য করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে আগরতলা পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ হকারদের চৈত্রের রিডাকশন হাটে বসার অনুমতি দেওয়ায় বিভিন্ন মহলে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।প্রশাসনের এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে করোণা ভাইরাস সংক্রমণ যেকোনো সময় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে বলেও অনেকে মনে করছেন।

বেতনভোগীরা কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শহিদ হতে পারেন না, মন্তব্যের জেরে গ্রেফতার অসমের লেখিকা শিখা

গুয়াহাটি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : সেনা জওয়ানদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের দায়ে দিশপুর পুলিশ অসমিয়া লেখিকা তথা সমাজসেবী শিখা শর্মাকে গ্রেফতার করেছে। গুয়াহাটিতে অবস্থিত নিজের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। থানায় এনে পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করছে।

ছত্তিশগড়ে মাওবাদী হামলায় অসমের দুই বীর সন্তান দিলীপ কুমার দাস এবং বাবলু রাভার শহিদ হওয়ার ঘটনাকে ঘিরে সোশাল মিডিয়ায় বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন শিখা শর্মা। তিনি সোশাল মিডিয়ায় মন্তব্য করেছেন, কোনও ব্যক্তি যখন বেতন নেন এবং কর্মরত অবস্থায় প্রয়াত হন, তা-হলে তাঁকে শহিদ বলা যায় না। এমনটা হলে, বিদ্যুৎ দফতরে কর্মরত অবস্থায় বিদ্যুতপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যুবরণ যাঁরা করেন, তাঁদেরকেও শহিদের মর্যাদা দেওয়া উচিত। তাই মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে খেলা বন্ধ হওয়া খুবই প্রয়োজন। তাঁর ওই বিতর্কিত মন্তব্যে অসমের দুই বিশিষ্ট আইনজীবী উর্মি ডেকা এবং কঙ্কনা গোস্বামী দিশপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। শুধু তা-ই নয়, সেনা জওয়ানদের সম্পর্কে অমর্যাদাপূর্ণ মন্তব্যের জন্য কঠোর ব্যবস্থার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। দুই অভিযোগকরিণীর এফআইআরের ভিত্তিতে দিশপুর থানায় লেখিকা শিখা শর্মার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে, শিখা শর্মার ওই মন্তব্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা শিশু উদ্যানের পুকুর পাড়ে হকারদের চৈত্র রিডাকশন সেলের জন্য জায়গা নির্ধারণ করে দেয় পুর নিগম। ছবি নিজস্ব।

নাইজেরিয়ার কারাগার থেকে পালিয়ে গেল ১৮৪৪ জন বন্দি

আবুজা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): নাইজেরিয়ার একটি কারাগার থেকে পালিয়ে গেল ১৮০০ জনেরও বেশি বন্দি। দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলীয় ওই কারাগারে রকেটচালিত গ্রেনেড, মেশিনগান, বিস্ফোরক ও রাইফেল নিয়ে একদল দুষ্কৃতিদের হামলার পর এমন ঘটনা ঘটেছে বলে মঙ্গলবার জানিয়ে বিবিসি ও বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

খবরে প্রকাশ আফ্রিকান দেশটির সবচেয়ে বড় শহর লাগোস থেকে ৪০০ কিলোমিটার দক্ষিণে ওইরির কারাগারের প্রশাসনিক ব্লকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কারাগারের প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েন হামলাকারীরা।সোমবার হামলার পর ১৮৪৪ জন বন্দি পালিয়েছেন বলে বিবিসিকে নিশ্চিত করেছে নাইজেরীয় কারেকশনাল সার্ভিস।

হামলার জন্য নিষিদ্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদী ইন্ডিজিনাস পিপল অব বিয়াফ্রাকে দায়ী করছে নাইজেরীয় পুলিশ। তবে এ ধরনের কোনও হামলার কথা অস্বীকার করেছে ওই গোষ্ঠীটি।

রেকর্ড গড়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে করোনার বলি ৬৬, আক্রান্ত ৭২১৩ জন

ঢাকা, ৬ এপ্রিল (হি.স.): রেকর্ড গড়ে বেড়েই চলেছে করোনা। বাংলাদেশে করোনায় আক্তান্ত ও মৃত্যু দুটোতেই সর্বকালীন রেকর্ড। গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে করোনার বলি ৬৬। একদিনে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৭২১৩ জন। যা এপর্যন্ত সর্বোচ্চ রেকর্ড বলেই জানিয়েছে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য দফতর।

করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সবশেষ পরিসংখ্যান জানিয়ে মঙ্গলবার বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অ দফতরের পক্ষ থেকে বলা হয় করোনায়আজ ৬৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত বছরের ৩০ জুন এক দিনে ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়, যেটি ছিল এতদিন সর্বোচ্চ প্রাণহানির রেকর্ড। আজকের পরিসংখ্যান অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আজকের ৬৬ জন নিয়ে বাংলাদেশে করোনায় মোট ৯ হাজার ৩৮৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। মোট শনাক্তের সংখ্যা বেড়ে ৬ লাখ ৫১ হাজার ৬৫২ জন হয়েছে।

দেশটিতে গত একদিনে ২ হাজার ৯৬৯ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাতে এ পর্যন্ত সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ৫ লাখ ৫৮ হাজার ৩৮৩ জন হয়েছে।

১৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে

শ্রদ্ধাঞ্জলী

স্বর্গীয়া অরুণা রায়

মৃত্যুঃ- ০৭/০৪/২০০৩ ইং

মা তুমি যেখানেই থাকনা কেন, বাবু, পানু, শিখা ও মণিকে নিয়ে সুখে শান্তিতে থেকো। তোমার আশীর্বাদ প্রার্থী।

পরিবারের পক্ষে ঃ

বড় ছেলে পার্থ সারথী রায়।

শ্যামলী বাজার।

নতুন ভাবনায়
পথ চলা শুরু
বাংলার সাথে এখন
হিন্দি
খবর-ও
hindi.jagarantripura.com

উত্তরবঙ্গের মানুষের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে বিজেপি ঃমোদী

কোচবিহার, ৬ এপ্রিল (হি.স.): নির্বাচনী প্রচারে বঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে, যথা শীঘ্র জল কষ্টের সমস্যার সমাধান করা হবে। প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই প্রত্যেক কৃষকের সমস্ত বকেয়া-সহ পিএম সম্মান নিধির ১৮,০০০ টাকা সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে।' মঙ্গলবার কোচবিহারের জনসভা থেকে এভাবেই বঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন মোদী। এদিন দুপুরে কোচবিহার রাস মেলা গ্রাউন্ডে আয়োজিত জনসভায় মোদী বলেছেন, 'বিগত দু''দফায় বৃহৎ সংখ্যক মানুষ নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়েছেন এবং লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দান করেছেন। বাংলায় ক্ষমতায় আসবে বিজেপি, দিদি এবার ভোটে হারতে চলেছেন।' মমতাকে খোঁচা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি শুনলাম দিদি আজকাল প্রশ্ন করছেন, বিজেপি কি ভগবান! যে জেনে গিয়েছে বিগত দুই দফায় তারাই ভোট পেয়েছে? নির্বাচনের ফলের অনুমান কীভাবে পাওয়া যায় ? আসলে আপনার রাগ, আচরণ, কথা শুনে একজন শিশুও বলবে যে তৃণমূল নির্বাচন হেরে গিয়েছে। নন্দীগ্রামের পোলিং বুথে যেদিন আপনি খেলা করেছেন, সেদিনই সারাদেশের মানুষের বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে যে আপনি এই নির্বাচনে হারছেন।' মোদী আরও বলেছেন, 'আপনি কিছুদিন আগে বলেছেন যে, সব মুসলমান এক হও। ভোট ভাগ হতে দিও না।এর মানে হল আপনি মেনে নিয়েছেন যে, মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক যা কিনা আপনার শক্তি ছিল, তাও এখন আপনার হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। মুসলিমরাও আপনার থেকে এখন দূরে চলে গিয়েছেন। আপনি যা বলছেন তা যদি আমরা বলতাম, যে সকল হিন্দু এক হয়ে যান। বিজেপিকে ভোট দিন। তাহলে ইলেকশন কমিশনের তরফ থেকে আমরা অন্তত আট দশটি নোটিশ পেয়ে যেতাম এতদিনে। যে নির্বাচন কমিশন দু''বার নির্বাচন করিয়ে আপনাকে ক্ষমতায় এনেছেন, এখন আপনার তাদের নিয়েও সমস্যা। এই ঘটনা কি প্রমান করে না, যে আপনি হেরে গিয়েছেন?'

মমতাকে একের পর এক কটাক্ষ করে মোদী বলেছেন, 'এখন দিদি বলছেন, ''আমাকে বাঁচাও , আমাকে বাঁচাও''। জনসমক্ষে সকল মুসলমানকে বলছেন এক হও। ভোট বাটোয়ারা করো না। এর অর্থই হল আপনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) এই নির্বাচন হারছেন। যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি সব সময় দিদি করতেন। এখন সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর দিকেও আঙুল তুলছেন? এটা তারই প্রমাণ দিচ্ছে যে, আপনি নির্বাচনে হারতে চলেছেন। এখন দিদির ইভিএম নিয়েও সমস্যা। এবার দিদি নিশ্চিত হারতে চলেছেন। দিদিকে রাজনীতি করতে এবার বাইরে যেতে হবে। যারা তিলক কাটে তাদের নিয়েও দিদির সমস্যা। যারা গেরুয়া বস্ত্র পরে তাদের নিয়েও দিদির সমস্যা। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। দিদি হারতে চলেছেন। যারা তিলক কাটে তাদের নিয়েও দিদির সমস্যা। যারা গেরুয়া বস্ত্র পরে তাদের নিয়েও দিদির সমস্যা। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। দিদি হারতে চলেছেন।'

কোচবিহারের জনসভা থেকে মোদী বলেছেন, 'বাংলার সাধারণ মানুষকে, বাংলার যুবক, এমনকী কৃষকদের আপনি কী অবস্থাতে ছেড়ে দিয়েছেন? ১০ বছর পর্যন্ত আপনার তোলাবাজেরা বাংলা লুট করেছে। আর আপনি শুধু দেখেছেন। ১০ বছর ধরে উত্তরবঙ্গের মানুষের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে। ১০ বছর ধরে এখানকার মা-বোনেদের চোখের জল পড়েছে।এখানকার আদিবাসীরা, চা বাগানের শ্রমিকরাও বঞ্চিত হয়েছে। দিদি শুধু দেখেছেন সেসব। কিন্তু তাদের উন্নয়নের কিছুই করেননি।' মোদী আরও বলেছেন, 'এখনও পর্যন্ত ৪ কোটির বেশি পরিবারের জন্য নলের সাহায্যে পরিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু বাংলার মানুষ এখনও জল কষ্টের শিকার। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, বাংলায় বিজেপি সরকার এলে যথা শীঘ্র সম্ভব এই সমস্যার সমাধান করবো। বাংলায় বিজেপি সরকার এলে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই প্রত্যেক কৃষকের সমস্ত বকেয়া-সহ পিএম সম্মান নিধির ১৮, ০০০ টাকা সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। ২ মে আপনারা বিজেপি সরকার তৈরি করুন। এখানে ডবল ইঞ্জিন সরকার আনুন। উত্তরবঙ্গের মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে বিজেপি সরকার।'

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।